জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

করনীতি উইং

আয়কর নির্দেশিকা

২০২২-২০২৩

ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার রিটার্ন পূরণ ও কর পরিপালন নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
করনীতি উইং

আয়কর নির্দেশিকা ২০২২-২০২৩

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন পূরণ ও কর পরিপালন নির্দেশিকা

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

ও

চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

মুখবন্ধ

দেশের আয় ও সম্পদের সমতা ভিত্তিক পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণে প্রত্যক্ষ কর তথা আয়কর একটি আদর্শ কর ব্যবস্থা। ধনী-দরিদ্রের আয় বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ফসল সমানভাবে সকল নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি তথা কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, কর সেবা সহজীকরণ এবং প্রায়োগিকভাবে কর আইনকে যুগপোযোগী করার প্রয়াসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সময়ে সময়ে কর পরিপালন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহ সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরের মতো এ বারেও সম্মানিত করদাতাদের জন্য 'আয়কর নির্দেশিকা' প্রকাশ করছে।

এ নির্দেশিকায় করদাতাগণ কর ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়াদি, যেমন- টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ, মোট আয় নিরূপণ, করদায় ও সারচার্জ পরিগণনা এবং অগ্রিম করের ক্রেডিটসহ কর পরিপালন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন। ব্যক্তি-শ্রেণির করদাতাদের বিভিন্ন খাতের আয় বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে করযোগ্য আয় নিরুপণ ও প্রদেয় কর নির্ধারণ পদ্ধতি সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে কর সংস্কৃতির বিকাশ, কর পরিপালন সহজীকরণ এবং ব্যবসায় ও বিনিয়োগবান্ধব কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কর হার ও কর প্রণোদনা যৌক্তিকিকরণ এবং করনেট সম্প্রসারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাবান্ধব করনীতি অনুসরণ করছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নির্দেশিকাটি অনুসরণের মাধ্যমে করদাতাগণ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ছাড়াই নিজেরা তাঁদের আয়কর রিটার্ন পূরণ ও প্রদেয় কর পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন।

সম্মানিত করদাতাগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে বাংলাদেশের কর পরিপালন ও করবান্ধব সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করছি এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

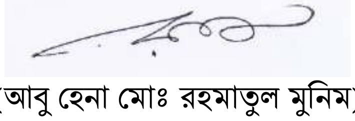

ঢাকা, ১৩ জুলাই ২০২২

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর	
প্রথম ভাগ: সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়			
⇨	আয়কর রিটার্ন	১	
⇨	আয়কর রিটার্ন কারা দাখিল করবেন	১	
⇨	রিটার্ন দাখিলের সময়	৪	
⇨	রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়	৫	
⇨	রিটার্ন দাখিল না করলে কি হয়	৫	
দ্বিতীয় ভাগ: ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন			
⇨	কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও রিটার্নের প্রকারভেদ	৭	
⇨	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন ফরম	১০	
⇨	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণে জ্ঞাতব্য	১১	
⇨	১২-ডিজিট টিআইএন	১৪	
⇨	রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/তথ্য,দলিলাদি দাখিল করতে হবে	১৪	
তৃতীয় ভাগ: বিভিন্ন খাতে আয় নিরূপণ			
⇨	বেতনাদি	১৭	
⇨	সরকারি বেতন আদেশভূক্ত কর্মচারীদের বেতনখাতে আয় নিরূপণ	২০	
⇨	নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ	২৭	
⇨	গৃহ সম্পত্তি আয়	২৭	
⇨	কৃষি আয়	৩১	
⇨	ব্যবসা বা পেশার আয়	৩১	
⇨	মূলধনী মুনাফা	৩৩	
⇨	অন্যান্য উৎস হতে আয়	৩৩	
⇨	ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ	৩৪	
⇨	স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয়	৩৫	
চতুর্থ ভাগ: করদায় পরিগণনা			
⇨	মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর	৩৬	

⇨	করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর	৩৮	
⇨	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	৩৮	
⇨	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ	৪৯	
⇨	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিলম্ব সুদ আরোপ	৫২	
⇨	উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট/ সমন্বয়	৫৩	
পঞ্চম ভাগ: মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনার উদাহরণ			
⇨	সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা	৫৭	
⇨	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তার আয় এবং কর পরিগণনা	৬২	
⇨	একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা	৬৪	
⇨	একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা	৬৬	
⇨	একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা	৬৭	
⇨	একজন ব্যবসায়ীর আয় ও কর পরিগণনা	৭০	
ষষ্ঠ ভাগ: পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী এবং জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী			
⇨	পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী	৭৩	
⇨	জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী	৭৮	
পরিশিষ্ট			
•	পরিশিষ্ট ১: এক পৃষ্টার রিটার্ন ফরম: IT-GA2020 (স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য)	৮১	
•	পরিশিষ্ট ২: দানকর রিটার্ন	৮২	
•	পরিশিষ্ট ৩: সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড	৮৩	

প্রথম ভাগ

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়কর রিটার্ন

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট একজন করদাতার বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলী নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে আয়কর রিটার্ন। আয়কর রিটার্ন ফরম এর কাঠামো আয়কর বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। আয়কর আইন অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়।

আয়কর রিটার্ন কারা দাখিল করবেন

কারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:-

ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং

খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (individual) আয় যদি বছরে ৩,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;

২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;

৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়

৪. প্রতিবন্ধী করদাতা ৪,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়।

যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলে;

২. আয়বর্ষের পূর্ববর্তী তিন বছরের যে কোন বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;

৩. ফার্মের অংশীদার হলে;

৪. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী হলে;

৫. সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্ত্বা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্ত্বা বা ইউনিটের কর্মচারী হয়ে ১৬,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন আহরণ করলে;

৬. কোন ব্যবসায় বা পেশায় যেকোন নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী হলে;

৭. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থাকলে;

৮. মোটর গাড়ির মালিক হলে;
৯. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে কোন ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করলে;
১০. মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ থাকলে;
১১. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার নিবন্ধিত হলে;
১২. আয়কর পেশাজীবী হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিবন্ধিত হলে;
১৩. কোন বণিক বা শিল্প বিষয়ক চেম্বার বা ব্যবসায়িক সংঘ বা সংস্থার সদস্য হলে;
১৪. কোন পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের কোন পদে বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হলে;
১৫. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোন স্থানীয় সরকারের কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করলে;
১৬. কোন কোম্পানির বা কোন গ্রুপ অব কোম্পানিজের পরিচালনা পর্ষদে থাকলে;
১৭. মটরযান, স্পেস/স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করলে;
১৮. লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক হলে; এবং
১৯. যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে

১. কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ৫ লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;
২. কোন কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হতে হলে;
৩. আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
৪. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে;
৫. সমবায় সমিতির নিবন্ধন পেতে;
৬. সাধারণ বীমার তালিকাভূক্ত সার্ভেয়র হতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে;
৭. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদরের পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;
৮. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
৯. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১০. The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (LII of 1974) এর অধীন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১১. ট্রেড বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

১২. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;

১৩. যেকোন এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখতে;

১৫. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, কার্গো ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোন প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

১৬. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;

১৭. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

১৮. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখতে;

২০. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২১. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২২. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;

২৩. পাঁচ লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;

২৪. দশ লক্ষাধিক টাকার ক্রেডিট ব্যালেন্স সম্পন্ন ব্যাংক হিসাব খোলা ও বহাল রাখতে;

২৫. পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;

২৬. পৌরসভা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;

২৭. মটরযান, স্পেস/স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনমিক এক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করতে;

২৮. উৎপাদন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা তত্ত্বাবধানকারী অবস্থানে কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;

২৯. সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের কর্মচারীর ১৬,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন প্রাপ্তিতে;

৩০. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোন অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;

৩১. অ্যাডভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোন কোম্পানি হতে কোন অর্থ প্রাপ্তিতে;

৩২. মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার বা এমপিও ভূক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে মাসিক ১৬,০০০ টাকার ঊর্ধে কোন অর্থ প্রাপ্তিতে;

৩৩. বীমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;

৩৪. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;

৩৫. এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওতে বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় বিদেশি অনুদান ছাড়ে;
৩৬. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;
৩৭. কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে;
৩৮. পণ্য সবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দ্যেশে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার উকুমেন্টস্ দাখিল কালে;
৩৯. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দ্যেশে বিল অব এন্ট্রি দাখিল কালে;
৪০. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চিটাগাং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিল কালে।

রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যায়

সকল আয়কর অফিসে আয়কর রিটার্ন ফরম পাওয়া যায়। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট https://nbr.gov.bd/form/income-tax/eng থেকেও রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য।

রিটার্ন দাখিলের সময়

১. স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাকে Tax Day (কর দিবস) এর মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখ হচ্ছে কর দিবস, অর্থাৎ রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করবেন।
২. কোন ব্যক্তি যিনি পূর্বে কখন-ই রিটার্ন দাখিল করেননি তার জন্য ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের জন্য করবর্ষ এর সর্বশেষ দিন অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২৩ হচ্ছে করদিবস।
৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা সম্ভব না হলে করদাতা রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য নির্ধারিত ফরমে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক উপ-কর কমিশনারের কাছে সময়ের আবেদন করতে পারেন। সময় মঞ্জুর হলে বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাধারণ অথবা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা যাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট www.nbr.gov.bd থেকে সময় বৃদ্ধির আবেদন ফরম download করা যায়।

৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করা হলে উপ-কর কমিশনার বিলম্ব সুদ (delay interest) আরোপ করবেন। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা করদাতার জন্য সুবিধাজনক।

রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

১. ই-টিআইএন সার্টিফিকেটে উল্লেখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

২. রিটার্ন দাখিলের জন্য আয়কর সার্কেল নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন, ঢাকা সিভিল জেলায় অবস্থিত যে সকল বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম A, B এবং C অক্ষরগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে তাদেরকে কর অঞ্চল-৪, ঢাকা এর কর সার্কেল-৭১ এ রিটার্ন জমা দিতে হবে।

৩. নতুন করদাতাগণ তাদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্কেলে টিআইএন উল্লেখ করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন।

৪. করদাতাগণ প্রয়োজনে নিকটস্থ আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র থেকে আয়কর রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিতে পারেন।

৫. রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করা যায়।

৬. কোন সরকারী কর্মকর্তা প্রেষণে বা ছুটিতে বিদেশে উচ্চ শিক্ষারত বা প্রশিক্ষণরত থাকলে বা লিয়েনে বাংলাদেশের বাইরে কর্মরত থাকলে উক্ত প্রেষণ বা লিয়েন সমাপ্তিতে দেশে আসার তিন মাসের মধ্যে তার প্রেষণ বা লিয়েনকালীন সময়ের সকল রিটার্ন দাখিল করবেন।

রিটার্ন দাখিল না করলে কি হয়

১. যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সে সকল সেবা হতে বঞ্চিত হতে হবে। যেমন- ক্ষেত্রমত, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে না কিংবা সংযোগ বিচ্ছিন হবে। বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে অসুবিধা হবে।

২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে তার উপর আয়কর অধ্যাদেশের 124 ধারা অনুযায়ী জরিমানা, 73 ধারা অনুযায়ী সরল সুদ এবং 73A ধারা অনুযায়ী বিলম্ব সুদ (delay interest) আরোপযোগ্য হবে।

৩. যে ক্ষেত্রে করদাতা রিটার্ন দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করবেন, সে ক্ষেত্রে করদাতার উপর জরিমানা আরোপিত হবে না তবে বিলম্ব সুদ আরোপিত হবে।

রিটার্ন ফরম পূরণে কর পরিগণণায় ২০২২-২০২৩ করবর্ষে অর্থ আইনে আনীত পরিবর্তন সমূহ

পূর্ববর্তী বিধান	বর্তমান বিধান
রেয়াতযোগ্য অংক হিসেবে মোট করযোগ্য আয়ের ২৫% নির্ধারণের বিধান ছিল।	রেয়াতযোগ্য অংক হিসেবে মোট করযোগ্য আয়ের ২০% নির্ধারণ করা হয়েছে।
একজন করদাতার মোট করযোগ্য আয় ১৫ লক্ষ টাকার অধিক হলে রেয়াতযোগ্য অংকের উপর ১০% হারে এবং করযোগ্য আয় ১৫ লক্ষ টাকার কম হলে ১৫% হারে কর রেয়াতের বিধান ছিল।	একজন করদাতার মোট করযোগ্য আয় নির্বিশেষে রেয়াতযোগ্য অংকের উপর ১৫% হারে কর রেয়াতের বিধান করা হয়েছে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর রেয়াতের প্রাপ্যতায় কোন প্রভাব ছিল না।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর রেয়াতের প্রাপ্যতা ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫% করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন

কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও রিটার্নের প্রকারভেদ

বর্তমানে রিটার্ন দাখিলের জন্য দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত আছে- সাধারণ পদ্ধতি ও সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি। করদাতা সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে চাইলে রিটার্ন ফরমে বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যারা ২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন প্রবর্তিত ফরমে রিটার্ন দাখিল করবেন তারা রিটার্নের প্রথম পৃষ্ঠার ক্রমিক নং-২ এর 82BB ধারার অধীনে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত তথ্যের বিপরীতে "হ্যাঁ" এর ঘরে (√) চিহ্ন দিবেন। ক্রমিক নং-২ এর "না" এর ঘরে (√) চিহ্ন প্রদান করলে বা কোন ঘরে (√) চিহ্ন প্রদান না করলে রিটার্নটি সাধারণ পদ্ধতির আওতায় দাখিলকৃত বলে গণ্য হবে। তবে এক পৃষ্ঠার আয়কর রিটার্ন ফরম IT-GHA2020 সরাসরি সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলযোগ্য রিটার্ন।

সার্বজনীন স্বনির্ধারনী পদ্ধতি

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে করদাতা তার নিজের আয় নিজে নিরূপণ করে প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করেন। ২০২২-২০২৩ করবর্ষে কোন ১২-ডিজিট টিআইএনধারী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য সমুদয় আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ পূর্বক ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে বা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। করদাতার ১২-ডিজিট টিআইএন না থাকলে করদাতা সার্বজনীন স্বনির্ধারনী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন না। তাছাড়া, মোট আয়ের প্রযোজ্য সমুদয় আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে অথবা ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে বা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিলকৃত না হলে করদাতার রিটার্ন সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় পড়বে না।

বর্ণিত সকল শর্ত পূরণ করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা হলে আয়কর বিভাগ থেকে করদাতাকে যে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করা হয় তা-ই কর নির্ধারণী আদেশ (assessment order) বলে গণ্য হয়।

পরবর্তীতে উপ-কর কমিশনার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নটি process করেন। রিটার্ন process এর ফলশ্রুতিতে যদি দেখা যায় করদাতা প্রদেয় অংকের চেয়ে কম বা বেশি আয়কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অংক পরিশোধ করেছেন, তাহলে উপকর কমিশনার করদাতাকে তা অবহিত করে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

সকল শর্ত পূরণ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের পর কোন করদাতা যদি দেখেন যে অনিচ্ছাকৃত ভুলে কম আয় প্রদর্শন অথবা বেশি রেয়াত, কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট দাবী/প্রদর্শন, অথবা অন্য কোন কারণে কর বা প্রযোজ্য অন্য কোন অংক কম পরিশোধ বা পরিগণনা করা হয়েছে তাহলে করদাতা নিজে থেকে একটি ভুল-সংশোধনী রিটার্ন উপ-কর কমিশনারের বিবেচনার জন্য তার নিকট দাখিল করতে পারবেন। এরূপ ভুল-সংশোধনী রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত পরিপালন করতে হবে:

- ভুল-সংশোধনী রিটার্নে সাথে ভুলের ধরন ও কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত বিবরণী দাখিল করতে হবে;
- যে পরিমাণ কর বা প্রযোজ্য অন্য কোন অংক কম পরিশোধ করা হয়েছে সে পরিমাণ অংক এবং তার অতিরিক্ত হিসেবে উক্তরূপ অংকের উপর মাসিক ২ শতাংশ হারে সুদ ভুল-সংশোধনী রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধ করতে হবে।

ভুল-সংশোধনী রিটার্নে "৮২বিবি(৫) ধারায় দাখিলকৃত" বা "Filed under section 82BB(5)" কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে।

ভুল-সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করার পর উপ-কর কমিশনার যদি সন্তুষ্ট হন যে এ সংক্রান্ত সকল শর্ত যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে তাহলে তিনি রিটার্নটি জমাগ্রহণ (allow) করবেন। রিটার্নটি জমাগ্রহণের উপযুক্ত হলে উপ-কর কমিশনার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ইস্যু করবেন। প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে "৮২বিবি(৫) ধারায় জমাগ্রহণ করা হলো" বা "Allowed under section 82BB(5)" কথাটি উল্লেখ থাকবে।

তবে স্বনির্ধারণী রিটার্ন দাখিলের পর ১৮০ দিন অতিক্রান্ত হলে বা মূল রিটার্নটি অডিটের জন্য নির্বাচিত হলে এরূপ ভুল-সংশোধনী রিটার্ন দাখিল করা যাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারিত মাপকাঠির ভিত্তিতে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বা ভুল-সংশোধনী রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করে তা উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে পারবে।

অডিটের জন্য নির্বাচিত রিটার্নের অডিট পরিচালনার পর উপকর কমিশনার করদাতার আয়, সম্পদ, দায়, ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে রিটার্নে বা ভুল-সংশোধনী রিটার্নে প্রদর্শিত তথ্যের বাইরে নতুন কিছু না পেলে অডিট কার্যক্রম নিষ্পত্তিকৃত বলে করদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

আর যদি অডিট পরিচালনার ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় করদাতার রিটার্নে বা ভুল-সংশোধনী রিটার্নে তার আয়, সম্পদ, দায়, ব্যয় ইত্যাদির তথ্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি তাহলে উপ-কর কমিশনার অডিটে প্রাপ্ত তথ্য অবহিত করে করদাতাকে নোটিশ প্রদান করবেন।

এতে, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অডিটে প্রাপ্ত তথ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে সংশোধিত রিটার্ন (revised return) দাখিলের জন্য এবং উক্তরূপ সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রযোজ্য কর ও অন্যান্য প্রদেয় অংক রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় পরিশোধের জন্য বলা থাকবে।

নোটিশের প্রেক্ষিতে যদি করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় এবং উপ-কর কমিশনার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে রিটার্নটিতে অডিটে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ প্রতিফলন রয়েছে এবং সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রযোজ্য কর ও অন্যান্য প্রদেয় অংক রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়েছে তাহলে উপ-কর কমিশনার সংশোধিত রিটার্নটি গ্রহণ করে করদাতাকে একটি গ্রহণপত্র (letter of acceptance) প্রদান করবেন।

আর যদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা উপকর কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মঞ্জুরীকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হন, অথবা করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলেও রিটার্নটিতে অডিটে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ প্রতিফলন না থাকে অথবা সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রযোজ্য কর ও অন্যান্য প্রদেয় অংক রিটার্ন দাখিলের আগে বা দাখিলের সময় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হয়, তাহলে উপ-কর কমিশনার ৮৩ বা ৮৪ ধারা অনুযায়ী (যেটি প্রযোজ্য) কর নির্ধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, এ ধারায় দাখিলকৃত কোন ভুল-সংশোধনী রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নে যদি করমুক্ত আয় বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় প্রদর্শন করা হয় তাহলে উক্ত রিটার্নে মূল রিটার্ন অপেক্ষা যে পরিমাণ অতিরিক্ত করমুক্ত আয় বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় প্রদর্শন করা হবে তা করদাতার অন্যান্য সূত্রের আয় হিসাবে গণ্য হবে।

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ২০২২-২০২৩ করবর্ষে দাখিলকৃত কোন রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নে অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের নিরূপিত আয় অপেক্ষা ন্যূনতম ১৫% বেশি আয় প্রদর্শন করা হলে এবং করদাতা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75A, 108 এবং 108A এ বর্ণিত শর্ত পরিপালন করলে এবং নিম্নোক্ত সকল শর্ত পূরণ হলে সে রিটার্ন অডিট কার্যক্রমের আওতা বহির্ভূত থাকবে:

(১) কর-অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় প্রদর্শন করা হয়েছে এরূপ রিটার্নের ক্ষেত্রে কর-অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদি সংযুক্ত করা হলে;

(২) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বছরে এক বা একাধিক উৎস হতে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ প্রদর্শিত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের সপক্ষে ব্যাংক বিবরণী বা হিসাব বিবরণী দাখিল করা হলে [অর্থাৎ এরূপ ঋণ ব্যাংকিং (আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ) চ্যানেল গৃহীত হলে];

(৩) সংশ্লিষ্ট আয়বছরে কোন দান গ্রহণ করা না হলে;

(৪) ধারা 44 অনুযায়ী কর-অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য কোন আয় প্রদর্শন করা না হলে;

(৫) রিটার্নে কোন কর ফেরৎ দাবী প্রদর্শন করা না হলে বা কর ফেরৎ সৃষ্টি না হলে।

২০২২-২০২৩ করবর্ষে আয়কর অধ্যাদেশের 82BB ধারায় সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত নতুন রিটার্নে ব্যবসা ও পেশা খাতে প্রদর্শিত আয়ের ৫ গুণ পর্যন্ত প্রারম্ভিক পুঁজি প্রদর্শন করা হলে পুঁজির উৎস ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে প্রদর্শিত আয় করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে হতে হবে, নিয়মিত হার প্রযোজ্য কর পরিশোধ করতে হবে (অর্থাৎ কোন করমুক্ত আয় বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় প্রদর্শন করা যাবে না) এবং দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে প্রারম্ভিক পুঁজি সুবিধা গ্রহণ করেছেন মর্মে লিখিত ঘোষণা প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রারম্ভিক পুঁজি ঐ আয়বছর এবং পরবর্তী আরো চারটি আয়বছর সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বা পেশায় ধরে রাখতে হবে। এ সময়ের কোন আয়বর্ষের শেষে যদি দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বা পেশার পুঁজির পরিমাণ প্রারম্ভিক মূলধনের পুঁজি অপেক্ষা কমে গেছে, তাহলে যে পরিমাণ পুঁজি কম হবে তা ঐ আয়বর্ষের "ব্যবসায় খাতের আয়" হিসেবে করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সাধারণ পদ্ধতি

সাধারণ পদ্ধতির আওতায় দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি কর নির্ধারণী আদেশ (assessment order) বলে গণ্য হয় না। রিটার্ন দাখিলের পর উপ-কর কমিশনার কর নির্ধারণ করেন। করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত তথ্য উপ-কর কমিশনারের নিকট সঠিক মনে হলে তিনি করদাতাকে শুনানীতে না ডেকেই কর নির্ধারণ করতে পারেন। আবার প্রদর্শিত আয়ের সমর্থনে যথোপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণাদি না থাকলে বা উপ-কর কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে করদাতাকে শুনানীতে উপস্থিত হতে অনুরোধ করে করদাতার বক্তব্য, তথ্য, প্রমাণাদি বিবেচনায় নিয়ে কর নির্ধারণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষার আওতায় না পড়লেও কোন রিটার্নে আয় গোপন করা হলে বা কর ফাঁকি থাকলে, সংশ্লিষ্ট করবছরের রিটার্নের ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের 93 ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। একই সাথে উক্ত রিটার্ন process ও করা যাবে।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন ফরম

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য নতুন রিটার্ন ফরম (IT-11GA2016) প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ২০১৬-১৭ কর বছর থেকে কার্যকর হয়েছে। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ করবর্ষেও নতুন রিটার্নের পাশাপাশি আগের রিটার্ন ফরমগুলো ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ নিম্নবর্ণিত আয়কর রিটার্ন ফরম সমূহ ব্যবহার করতে পারবেন:

□ফরম IT-11GA2016: সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য।

□ফরম IT-GHA2020: যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় ও সম্পদ যথাক্রমে ৪ লক্ষ ও ৪০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয় এবং যাদের কোন মোটর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) নেই বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহ সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্ট নেই সে সকল করদাতার জন্য প্রযোজ্য।

□ফরম IT-11GA: সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রযোজ্য।

□ফরম IT-11 UMA: কেবল বেতনভোগী করদাতার জন্য প্রযোজ্য।

□ফরম IT-11 CHA: যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা বা পেশাখাতে আয় রয়েছে এবং এরূপ আয়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার বেশী নয় সে সকল করদাতার জন্য প্রযোজ্য।

এ ছাড়া, আয়কর বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন করদাতাদের জন্য একটি ভিন্ন রিটার্ন ফরম (IT-11GAGA) রয়েছে, যা কেবল স্পট এ্যাসেসমেন্টেই ব্যবহারযোগ্য।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণে জ্ঞাতব্য

(১) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের জন্য নতুন রিটার্ন ফরম IT-GHA2020:

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা যারা নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করেন তারা চাইলে IT-GHA2020 রিটার্নটি দাখিল করতে পারবেন:-

(ক) যাদের আয় ৪ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়; এবং

(খ) যাদের মোট পরিসম্পদ (gross wealth) ৪০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়।

উক্ত শর্তাবলী পূরণ করলেও নিম্নের যেকোন একটি কারণে করদাতা IT-GHA2020 রিটার্নটি ব্যবহার করতে পারবেন না:-

(ক) আয়বর্ষের শেষ তারিখে মোটর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) এর মালিকানা থাকলে; অথবা

(খ) আয়বর্ষে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হলে অথবা গৃহ-সম্পত্তি বা এপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করলে।

IT-GHA2020 রিটার্নটি পূরণকালে করদাতা চাইলে মোট পরিসম্পদ (gross wealth) এর ঘরটি পূরণ করতে পারেন এবং অপর পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পদ ও দায়ের বিবরণ দিতে পারেন। এই রিটার্নে মোট পরিসম্পদ (gross wealth) এবং সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রদান করদাতার জন্য অপশনাল।

(২) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য ২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন প্রবর্তিত রিটার্ন ফরম IT-11GA2016 এর মূল রিটার্নটি তিন পৃষ্ঠার। মূল রিটার্নের সাথে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেতন, গৃহ-সম্পত্তি আয়, ব্যবসায় বা পেশা খাতে আয় ও কর রেয়াতের জন্য পৃথক তফসিল সংযুক্ত করতে হবে।

তিন পৃষ্ঠার মূল রিটার্ন পূরণ করা সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক। এতে প্রথম পৃষ্ঠায় করদাতার বিষয়ে মৌলিক তথ্য, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আয় ও করের হিসাব এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় সংলাগ, করদাতার প্রতিপাদন ও স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

করদাতার আয়ের উৎসের উপর নির্ভর করে মূল রিটার্নের সাথে তফসিল যোগ হবে। বেতন আয় থাকলে বেতন সংক্রান্ত তফসিল 24A, বাড়িভাড়া আয় থাকলে সে আয়ের তফসিল 24B এবং ব্যবসায় বা পেশাগত আয় থাকলে ব্যবসায় বা পেশাগত আয়ের তফসিল 24C মূল রিটার্নের সাথে যোগ হবে। যে করদাতার এসব কোন খাতের আয় নেই তার কেবল তিন পৃষ্ঠার মূল রিটার্ন দাখিল করলেই চলবে, তফসিল দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

কেউ বিনিয়োগ রেয়াত দাবী করলে মূল রিটার্নের সাথে বিনিয়োগ রেয়াত সংক্রান্ত তফসিল 24D দাখিল করতে হবে। করদাতা রেয়াত দাবী না করলে তফসিল 24D দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

মূল রিটার্নের প্রথম পৃষ্ঠার ০১ হতে ২৩ পর্যন্ত ক্রমিকে করদাতার বিষয়ে মৌলিক তথ্য প্রদান করতে হবে। এ অংশে পর্যায়ক্রমে কর বছর, করদাতার নাম, লিঙ্গ, টিআইএন, সার্কেল, কর অঞ্চল, আবাসিক মর্যাদা, বিশেষ কর অব্যাহতি সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্যতা (গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক ইত্যাদি), জন্ম তারিখ, আয়বছর ইত্যাদি সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে হবে। ১২ ক্রমিকে আয়বছর শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

রিটার্নের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ২৪ হতে ৪৮ ক্রমিকে করদাতার আয় ও করের তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

রিটার্নের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সংলাগ, করদাতার প্রতিপাদন ও স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করলে, তার স্ত্রী/স্বামী অনুরূপ সুবিধা গ্রহণ করেছেন কি-না তার তথ্য ৫০ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

ক্রমিক নং-৫১ তে ৮০(১) ধারা অনুযায়ী করদাতার জন্য পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT-10B2016) দাখিল বাধ্যতামূলক কি-না তার তথ্য প্রদান করতে হবে। যদি কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করেন তাহলে আয়বর্ষের শেষ তারিখে তার নিজের, spouse এর (spouse করদাতা না হয়ে থাকলে) এবং নির্ভরশীল সন্তানদের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী ঐ ব্যক্তির আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। শর্তসমূহ হলো-

(ক) আয়বর্ষের শেষ তারিখে মোট পরিসম্পদ (gross wealth) এর পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হলে; অথবা

(খ) আয়বর্ষের শেষ তারিখে মোটর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) এর মালিকানা থাকলে; অথবা

(গ) আয়বর্ষে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হলে অথবা গৃহ-সম্পত্তি বা এপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করলে।

উল্লেখ্য, মাতা-পিতার টিআইএন ব্যবহার করে সন্তানের নামে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হলে তা ক্ষেত্রমত মাতা-পিতার সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে।

করদাতার রিটার্নের সাথে যে সকল তফসিল সংযুক্ত করা হয়েছে তার তথ্য ৫২ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

করদাতার রিটার্নের সাথে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT-10B2016) এবং জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (IT-10BB2016) সংযুক্ত করা হয়েছে কি না তার তথ্য ৫৩ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক না হলেও করদাতা চাইলে স্বপ্রণোদিতভাবে (voluntarily) পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে পারবেন।

ক্রমিক নং-৫৪ তে রিটার্নের বিভিন্ন উৎসের আয় ও কর পরিশোধের সপক্ষে যে সকল প্রমাণাদি দাখিল করবেন তার তালিকা প্রদান করবেন।

ক্রমিক নং-৫৫ তে করদাতার পূর্ণ নাম উল্লেখ করবেন এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের সত্যতা সম্পর্কে ৭৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিপাদন ও স্বাক্ষর (তারিখ সহ) প্রদান করবেন।

(৩) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের জন্য আগের রিটার্ন ফরম IT-11GA:

এ ফরম বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় চালু আছে । সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ২০১৬-১৭ করবর্ষে প্রবর্তিত নতুন ফরমের পাশাপাশি আগের রিটার্ন ফরম IT-11GA ২০২২-২০২৩ করবর্ষে ব্যবহার করতে পারবেন। মূল রিটার্ন, পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT-10B), জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী (IT-10BB), রিটার্ন ফরম পূরণের অনুসরণীয় নির্দেশাবলী এবং আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ মোট আট পৃষ্ঠার ফরম ও বিবরণী একসংগে সংযুক্ত রয়েছে। তবে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮০(২) অনুযায়ী জীবনযাত্রার আয় ৪ লক্ষ টাকার অধিক না হলে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী (IT-10BB) দাখিল অপশনাল।

প্রথম পৃষ্ঠায় করদাতার পরিচিতিমূলক তথ্য, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় করদাতার বিভিন্ন খাতের আয়ের বিবরণ, প্রদেয় ও পরিশোধিত আয়করের বিবরণ ও প্রতিপাদন, তৃতীয় পৃষ্ঠায় বেতন ও গৃহ-সম্পত্তি আয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত পৃথক দু'টি তফসিল, চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের একটি তফসিল ও দাখিলকৃত প্রমাণাদির তালিকা লিপিবদ্ধ করার ছক রয়েছে।

রিটার্নের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় করদাতার পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT-10B), সপ্তম পৃষ্ঠায় জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী (IT-10BB) এবং শেষ পৃষ্ঠায় রিটার্ন

ফরম পূরণের অনুসরণীয় নির্দেশাবলী সংযুক্ত রয়েছে। আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি সপ্তম ও অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশে সংযুক্ত আছে।

(৪) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের রিটার্ন ফরম IT-11 UMA এবং IT-11 CHA:

কেবল বেতনভোগী করদাতাগণ এবং যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা বা পেশাখাতে আয় রয়েছে ও এরূপ আয়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার বেশী নয় সে সকল করদাতা চাইলে ২০২২-২০২৩ করবর্ষে যথাক্রমে IT-11 UMA এবং IT-11 CHA বিশিষ্ট রিটার্ন ফরমও ব্যবহার করতে পারেন। ফরম দুটি স্বব্যাখ্যাত।

উল্লেখ্য, এ দু'শ্রেণির করদাতাগণ ২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন প্রবর্তিত তিন পৃষ্ঠার রিটার্ন ফরম IT-11GA2016 বা আগের আট পৃষ্ঠার ফরম ব্যবহার করতে পারবেন।

(৫) নতুন করদাতা হলে তার পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি রিটার্নের সাথে দিতে হবে। ছবিটি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা অথবা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা যে কোন টিআইএনধারী করদাতা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাকে তার সত্যায়িত ছবি রিটার্নের সাথে দিতে হবে।

১২-ডিজিট টিআইএন

সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের জন্য করদাতার ১২-ডিজিট টিআইএন থাকা বাধ্যতামূলক। কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা রিটার্ন দাখিলের পূর্বে নিজেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন করে ১২-ডিজিট টিআইএন (ই-টিআইএন) সংগ্রহ করতে পারেন (ওয়েব সাইটের ঠিকানা www.incometax.gov.bd)। ই-টিআইএন সংগ্রহ সম্পর্কিত সেবার জন্য করদাতা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের কার্যালয় বা কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/ তথ্য/ দলিলাদি দাখিল করতে হবে

রিটার্নের সাথে বিভিন্ন উৎসের আয়ের সপক্ষে যে সকল প্রমাণাদি/ বিবরণ দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো (তালিকাটি আংশিক):

বেতন খাত

(ক) বেতন বিবরণী;

(খ) ব্যাংক হিসাব থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;

(গ) বিনিয়োগ ভাতা দাবী থাকলে তার স্বপক্ষে প্রমাণাদি। যেমন, জীবন বীমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ।

নিরাপত্তা জামানতের সুদ খাত

(ক) বন্ড বা ডিবেঞ্চার যে বছরে কেনা হয় সে বন্ড বা ডিবেঞ্চারের ফটোকপি;

(খ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র;

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র।

গৃহ-সম্পত্তি খাত

(ক) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(খ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;

(গ) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;

(ঘ) গৃহ-সম্পত্তি বীমাকৃত হলে বীমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি।

ব্যবসা বা পেশা খাত

ব্যবসা বা পেশার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet).

অংশীদারী ফার্মের আয়

ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet).

মূলধনী লাভ

(ক) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর হলে তার দলিলের কপি;

(খ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালান/পে-অর্ডারের ফটোকপি;

(গ) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র।

অন্যান্য উৎসের আয়ের খাত

(ক) নগদ লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;

(খ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের সময় বা সুদ প্রাপ্তির সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;

(গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট;

(ঘ) অন্য যে কোন আয়ের উৎসের জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র।

আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)

(ক) সকল প্রকার উৎসে কর পরিশোধ অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

(খ) করদায় ৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম না করলে তা আবশ্যিকভাবে অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(গ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যেকোনো পরিমাণের কর অটোমেটেড চালান, ই-পেমেন্টে, পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/একাউন্ট-পেয়ী চেক ব্যবহার করে উপ-কর কমিশনার বরাবরে জমা করতে হবে।

(ঘ) যেকোনো খাতের আয় হতে উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক করদাতা যাদের বিলের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে তাদের বরাবরে, ক্ষেত্রমত, এ-চালান বা ই-পেমেন্টের চালানসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

তৃতীয় ভাগ

বিভিন্ন খাতের আয় নিরূপণ

১। বেতনাদি (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২১ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী)

সাধারণভাবে একজন চাকুরিজীবী করদাতার প্রাপ্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা, পরিচারক ভাতা, সম্মানী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত চাঁদা এবং বিভিন্ন পারকুইজিট (সুবিধা) বেতন খাতের করযোগ্য আয়।

বেতনখাতে করযোগ্য আয় নিরূপণের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন রিটার্ন ফরমের সাথে নতুন তফসিল ২৪এ প্রবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত নতুন রিটার্ন ফরমের ক্রমিক নং-২৪ এ বেতন খাতে করযোগ্য আয় নির্ণয়ের জন্য তফসিল ২৪এ পূরণপূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তফসিল ২৪এ পূরণের পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হলো-

তফসিল-২৪এ

বেতন আয়ের বিবরণসমূহ

আয়কর অধ্যাদেশের বিদ্যমান বিধান অনুসারে তফসিল ২৪এ অনুযায়ী বেতন খাতের করযোগ্য/করমুক্ত আয় পরিগণনার (সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর ক্ষেত্র ব্যতীত) একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো:

০১	কর বৎসর ২০২২-২০২৩	০২	টিআইএন

বিবরণসমূহ	পরিমাণ (ক)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত (খ)	নীট করযোগ্য (গ=ক-খ)	মন্তব্য
মূল বেতন	৩,৬০,০০০/-	---	৩,৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
বিশেষ বেতন	২৪,০০০/-	---	২৪,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
বকেয়া বেতন (যা পূর্বে করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)	৬০,০০০/-	---	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
মহার্ঘ ভাতা	৭২,০০০/-	---	৭২,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য

বিবরণসমূহ	পরিমাণ (ক)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত (খ)	নীট করযোগ্য (গ=ক-খ)	মন্তব্য
বাড়ী ভাড়া ভাতা (নগদ)	২,৪০,০০০/-	১,৮০,০০০/-	৬০,০০০/-	মূল বেতনের ৫০% অথবা মাসিক ২৫,০০০/- এ দু'টির মধ্যে যেটি কম সে অংক করমুক্ত।
চিকিৎসা ভাতা (নগদ)	৪৮,০০০/-	৩৬,০০০/-	১২,০০০/-	মূল বেতনের ১০% অথবা বার্ষিক ১,২০,০০০/- টাকা (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা), এ দু'টির মধ্যে যেটি কম সে পরিমাণ অংক করমুক্ত।
হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যান্সার সার্জারি খরচের জন্য প্রাপ্ত অংক	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	---	সম্পূর্ণ অংক করমুক্ত। তবে শেয়ারহোল্ডার পরিচালকগণ এ কর অব্যাহতির সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।
যাতায়াত ভাতা (নগদ)	৬০,০০০/-	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-	বার্ষিক ৩০,০০০/- পর্যন্ত করমুক্ত
উৎসব ভাতা	৬০,০০০/-	---	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
পরিচারক ভাতা	১৮,০০০/-	--	১৮,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
ছুটি ভাতা	৩০,০০০/-	---	৩০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
সম্মানী/ পুরস্কার/ ফি	৫০,০০০/-	---	৫০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
ওভার টাইম ভাতা	৪৮,০০০/-	---	৪৮,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
বোনাস/ এক্সগ্রেসিয়া	৩০,০০০/-	---	৩০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা	৩৬,০০০/-	---	৩৬,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-	---	মূল বেতনের ১/৩ অংশ পর্যন্ত প্রাপ্ত সুদ (এখানে

বিবরণসমূহ	পরিমাণ (ক)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত (খ)	নীট করযোগ্য (গ=ক-খ)	মন্তব্য
সুদ				বেতন বলতে মূল বেতন এবং মহার্ঘ ভাতা বুঝাবে) অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার ১৪.৫০%, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম সে পরিমাণ অংক করমুক্ত।
যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত আয়	--	--	৬০,০০০/-	যদি করদাতা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিয়োগকর্তার নিকট থেকে গাড়ী পান তাহলে মূল বেতনের ৫% বা বার্ষিক ৬০,০০০/- টাকা (দুই এর মধ্যে যেটি বেশি) সরাসরি নীট করযোগ্য আয় হবে।
বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত বাসস্থানের জন্য বিবেচিত আয়	---	---	৯০,০০০/- --	(ক) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিনা ভাড়ায় সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থানে বাস করেন তাহলে সাধারণভাবে মূল বেতনের ২৫% করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। (খ) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা থেকে হ্রাসকৃত ভাড়ায় সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থান প্রাপ্ত হন সে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মূল বেতনের ২৫% হতে

বিবরণসমূহ	পরিমাণ (ক)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত (খ)	নীট করযোগ্য (গ=ক-খ)	মন্তব্য
				প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়া বাদ দিয়ে পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	---	---	---	করদাতা যদি নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানে দারোয়ান, মালি, বাবুর্চি কিংবা অন্য কোন সুবিধা পেয়ে থাকেন তবে প্রাপ্ত সুবিধার সমপরিমাণ আর্থিক মূল্য করযোগ্য আয় হিসেবে দেখাতে হবে।
ছুটি নগদায়ন	৬০,০০০/-	---	৬০,০০০/-	সম্পূর্ণ অংক করযোগ্য
সরকারি বা অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি	৩.৫ কোটি	২.৫ কোটি	১.০০ কোটি	২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অংক করযোগ্য
Workers' Participation Fund	৬০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০,০০০/-	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত Workers' Participation Fund থেকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ করমুক্ত;

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতনখাতে আয় নিরূপণ

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য ইতিপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫, তারিখ: ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ রহিতক্রমে এস,আর,ও নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭

খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি যেমন, বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ইত্যাদি করমুক্ত থাকবে। সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের বেতন খাতে আয় নিরূপণ পর্যায়ে আয়কর আইনের বিধি-৩৩ প্রযোজ্য হবে না। এস,আর,ও নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ নিম্নরূপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২১১-আইন/আয়কর/ Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 44 এর sub-section (4) এর clause (b) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র বিভাগের ১৬ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৯৮-আইন/আয়কর/২০১৫ রহিতক্রমে, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে প্রদেয় আয়কর হইতে এতদ্দরা অব্যাহতি প্রদান করিল।

ব্যাখ্যা : এই প্রজ্ঞাপনে-

(ক) সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী বলিতে নিম্নবর্ণিত কর্মচারী বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যথা:-

(অ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত,

(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(২) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫, এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৩) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৪) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৫) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(ই) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি সরকারি কোষাগার হইতে বেতন বা আর্থিক সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্ত হন।

(খ) সরকারি বেতন আদেশ বলিতে নিম্নবর্ণিত আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশাবলীকে বুঝাইবে, যথা:

(১) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ;

(২) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (আ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; এবং

(৩) কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য জারীকৃত বেতন বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত আদেশ।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নম্বর ০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.২০১৫/১১০, তারিখ: ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর স্পষ্টিকরণের মাধ্যমে কারা সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী এবং কোন ধরণের ভাতা ও সুবিধাদি করমুক্ত তা সুস্পষ্ট করে। স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত আদেশটি নিম্নে প্রদান করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কর নীতি উইং]
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

পত্র নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.৭০.০০৭.২০১৫ তারিখঃ ০৩ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৬ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ এস,আর,ও নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ তারিখঃ২১ জুন, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।

এস,আর,ওনং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ তারিখঃ ২১ জুন ২০১৭ দ্বারা সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস,তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্রান্টসহ সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।তবে উক্ত এস,আর,ও এর প্রযোজ্যতা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবগত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ মর্মে স্পষ্ট করছে যে, কেবল নিম্ন-বর্ণিত করদাতাগণের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ প্রযোজ্য হবে, যথা-

(অ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত-

(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(২) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে নিয়োজিত কর্মচারী ও ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৩) চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৪) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৫) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(ই) যে সকল ব্যক্তি কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোন পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি কোষাগার হতে বেতন প্রাপ্ত হন বা আর্থিক সুবিধা, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্ত হন।

৩। উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহে বর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি ব্যতীত অন্য সকল ধরনের আয় করযোগ্য হবে।

৪। যে সকল করদাতা উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহের আওতায় বেতন আয় প্রাপ্ত হননা, তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে এস,আর,ওনং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ প্রযোজ্য হবে না। তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধানাবলী এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-৩৩ প্রযোজ্য হবে।

(সুমন দাস)
দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১)

উদাহরণের সাহায্যে সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর আয় এবং কর পরিগণনা নিম্নে দেখানো হলোঃ

<u>উদাহরণ-১</u>

জনাব শাহরিয়ার হাসান বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০/-
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০/-

উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০/-
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০/-

তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাব রক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে মাসিক ৫০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

২০২২-২০২৩ করবর্ষে জনাব শাহরিয়ার হাসান মোট আয় এবং করদায় কত হবে তা নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০/-
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)= ১৮,০০০/- (সমুদয় অংক ব্যয়ের কারণে করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ১১,৩০০/- করমুক্ত	
মোট আয়	৭,৯১,০০০/-

<u>কর দায় পরিগণনা</u>

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ৯১,০০০ টাকার উপর ১৫% হারে	১৩,৬৫০/-
মোট কর দায়	৪৮,৬৫০/-

<u>বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা</u>

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ × ১২)	১,৬৮,০০০/-
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ × ১২)	১৮০০/-
৩। গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১২০০/-
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কীমের কিস্তি (৫,০০০ × ১২)	৬০,০০০/-
মোট বিনিয়োগ=	২,৩১,০০০/-

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	২,৩১,০০০/-
(খ)	মোট আয় ৭,৯১,০০০ /-টাকার ২০%	১,৫৮,২০০/-
(গ)	১,০০,০০,০০০/- (অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা)	
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম]		১,৫৮,২০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) ১,৫৮,২০০/- এর ১৫%

অর্থাৎ (১,৫৮,২০০/-x ১৫%)=২৩,৭৩০ টাকা।

প্রদেয় করের পরিমাণ (৪৮,৬৫০-২৩,৭৩০)= ২৪,৯২০/-

উদাহরণ-২

ধরা যাক, উদাহরণ-১ এ বর্ণিত করদাতা জনাব শাহরিয়ার হাসান একটি সরকারী একাডেমিতে ক্লাস নিয়ে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা , বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ২,৫০,০০০ টাকা প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয় সমূহ যেহেতু জনাব নিলয় জলদাশের জন্য প্রযোজ্য সরকারি বেতন আদেশভুক্ত নয়, তাই এ সকল আয় করমুক্ত প্রাপ্তি/সুবিধা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এ সকল আয় করযোগ্য হবে।

উদাহরণ-৩

উদাহরণ-১ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ যদি কোন প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৫০,০০০ টাকা। ফলে ২০২২-২০২৩ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মূল বেতন (৫৬,৫০০x ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০/-
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০x ২)	১,১৩,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০x১২)= ১৮,০০০/-	
(সমুদয় অংক ব্যয়ের কারণে করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ১১,৩০০/- করমুক্ত	
মোট আয়	৭,৯১,০০০/-

কর দায় পরিগণনা

প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার	০/-
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০/-
অবশিষ্ট ২,৪১,০০০ টাকার উপর ১০%	২৪,১০০/-
মোট আয়ের উপর আয়কর	২৯,১০০/-
বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত: পূর্ববর্তী উদাহরণ অনুসারে	২৩,৭৩০/-
পার্থক্য	(৫৩৭০/-)

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,৩৭০/-

করদাতার নীট প্রদেয় আয় ৫০০০ টাকার কম হলে কী হত?

করদাতার কর্মস্থল বাংলাদেশ সচিবালয় এর অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। করদাতা যদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থান করেন তবে তার জন্যও সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

২। নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২২ অনুযায়ী)

সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা সিকিউরিটিজ (যেমন টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ট্রেজারী বন্ড/বিল, ইত্যাদি), ডিবেঞ্চার হতে অর্জিত সুদ এবং জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসের সুদ এ খাতের আয় হিসেবে রিটার্নে দেখাতে হবে। সাধারণভাবে, সিকিউরিটিজ বা ডিবেঞ্চার কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হলে ঋণের সুদ সিকিউরিটিজ হতে অর্জিত সুদ আয় থেকে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে। তবে 82C ধারার আওতাধীন কোন সেভিংস ইন্সট্রুমেন্টসের সুদের ক্ষেত্রে খরচ বাদ যাবে না। ২০২২-২০২৩ করবর্ষে যে কোন ধরনের সঞ্চয়পত্রের অর্জিত সুদের উপর উৎসে কর্তিত কর উক্ত খাতের বিপরীতে চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম করদায় (minimum tax) পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। গৃহ-সম্পত্তি আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৪ অনুযায়ী)

কোন করদাতা তার বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিলে, সে আয় রিটার্নের গৃহ-সম্পত্তির আয়ের ঘরে দেখাতে হবে। গৃহ-সম্পত্তির করযোগ্য আয় নিরূপনের জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন রিটার্ন ফরমের সাথে নতুন তফসিল ২৪বি প্রবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত নতুন রিটার্ন ফরমের ক্রমিক

নং-২৬ এ গৃহ-সম্পত্তি খাতে করযোগ্য আয় নির্ণয়ের জন্য তফসিল ২৪বি পূরণপূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এই তফসিল পূরণের নিয়ম নীচে দেয়া হলো:

তফসিল-২৪ বি

গৃহ সম্পত্তির আয়ের বিবরণীসমূহ

০১	কর বৎসর ২০২২-২০২৩	০২	টিআইএন: করদাতার টিআইএন লিখতে হবে

প্রত্যেক গৃহ সম্পত্তির জন্য

<table>
<tr><td rowspan="3">০৩</td><td colspan="4">গৃহ-সম্পত্তির বিবরণ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">০৩ক</td><td rowspan="2">গৃহ-সম্পত্তির ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে</td><td>০৩খ</td><td>মোট আয়তন:
বাড়ীর মোট আয়তন (plinth area), কত তলা, ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে</td></tr>
<tr><td>০৩গ</td><td>করদাতার অংশ (%):
করদাতা যদি অংশীদার হন মোট সম্পত্তিতে তার অংশীদারিত্বের শতকরা পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">গৃহ সম্পত্তির আয়</td><td>টাকার পরিমাণ</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td colspan="2">বার্ষিক আয়:গৃহ-সম্পত্তি ভাড়া দেয়া হলে ১২ মাসের ভাড়া দেখাতে হবে। যদি এক বা একাধিক মাস বাড়ী খালি থাকে সেক্ষেত্রেও ১২ মাসের বার্ষিক ভাড়া মূল্য দেখাতে হবে। তবে খালি থাকা মাসের ভাড়া নীচের আর একটি ঘরে খরচ হিসেবে দাবী করা যাবে।</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">০৫</td><td colspan="2">অনুমোদিত খরচ হিসেবে বিয়োজনসমূহ (ক্রমিক ০৫ক হতে ০৫ছ এর সমষ্টি)</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫ক</td><td>মেরামত, আদায়, ইত্যাদি:
• আবাসিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়া হলে ভাড়ার উপর ২৫%; অথবা
• বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়া হলে ভাড়ার উপর ৩০%।
এ খরচের জন্য কোন প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজন নেই।</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫খ</td><td>পৌর কর অথবা স্থানীয় কর</td><td></td></tr>
<tr><td>০৫গ</td><td>ভূমি রাজস্ব</td><td></td></tr>
</table>

	০৫ঘ	ঋণের উপর সুদ/বন্ধকি/মূলধনী চার্জ: সংশ্লিষ্ট গৃহ-সম্পত্তি নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হলে উক্ত ঋণের সুদ	
	০৫ঙ	বীমা কিস্তি: সংশ্লিষ্ট গৃহ-সম্পত্তির বীমা করা হলে	
	০৫চ	গৃহ-সম্পত্তি খালি থাকার কারণে দাবিকৃত রেয়াত	
	০৫ছ	অন্যান্য, যদি থাকে	
০৬	গৃহ-সম্পত্তির নীট আয় (০৪-০৫)		
০৭	করদাতা আংশিক মালিক হলে, করদাতার অংশে আয়		

করদাতার একাধিক গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় থাকলে প্রতিটি গৃহ-সম্পত্তির জন্য একই তফসিলে পৃথকভাবে ক্রমিক নং-০৩ হতে ০৭ পর্যন্ত তথ্য আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে। অতঃপর নিচের ছকের মাধ্যমে সকল গৃহ-সম্পত্তি আয়ের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে:

০৮	সকল গৃহ সম্পত্তির আয়ের সমষ্টি (১+২+৩+- - -) (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করতে হবে)		টাকা
	১	(গৃহ সম্পত্তি ১ এর আয়)	টাকা
	২	(গৃহ সম্পত্তি ২ এর আয়)	টাকা
	৩	(গৃহ সম্পত্তি ৩ এর আয়)	টাকা

নাম:	স্বাক্ষর ও তারিখ:

সবশেষে করদাতা তার নাম উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করবেন। করদাতার গৃহ-সম্পত্তি খাতে আয় না থাকলে মূল রিটার্নের সাথে তফসিল ২৪বি সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

গৃহ-সম্পত্তি খাতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

উদাহরণ-৪

ধরা যাক, নাটোর জেলা সদরে জনাব দিহানের একটি চারতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। বাকী তিনটি তলার প্রতিটি আবাসিক ব্যবহারের জন্য মাসিক ভাড়া ১৫,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। এ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে পৌরকর বাবদ ১৬,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৫০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ২০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। জনাব দিহানের গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

মাসিক ভাড়া ১৫,০০০ × ৩টি তলা × ১২ মাস =		৫,৪০,০০০/-
বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ		
১। মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%)	১,৩৫,০০০/-	
২। পৌর কর (১৬,০০০× ৩/৪)*	১২,০০০/-	
৩। ভূমি রাজস্ব (৫০০× ৩/৪)*	৩৭৫/-	
৪। গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ (২০,০০০× ৩/৪)*	১৫,০০০/-	
*স্বনিবাস ১/৪ অংশ, ভাড়া ৩/৪ অংশ		১,৬২,৩৭৫/-
গৃহ-সম্পত্তি থেকে নীট আয় =		৩,৭৭,৬২৫/-

জনাব দিহানের নিরূপিত মোট আয় ৩,৭৭,৬২৫ টাকার বিপরীতে ধার্য্যকৃত করের পরিমাণ হবে-

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
অবশিষ্ট ৭৭,৬২৫ টাকা আয়ের উপর-	৫%	৩,৮৮১/-
মোট		৩,৮৮১/

অর্থাৎ, করদাতাকে প্রদেয় কর রিটার্ন দাখিলের সময় বা পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত গৃহ-সম্পত্তি ভাড়ার ক্ষেত্রে মেরামত ব্যয় হবে ৩০%।

এস.আর.ও. নং ২১৬-আইন/আয়কর/২০১৪, তারিখঃ ১৮ আগষ্ট, ২০১৪ এর মাধ্যমে বিধি ৮এ সংযোজন করে আয়কর অধ্যাদেশে হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি বিষয়ক ধারা ৩৫ সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে এক বা একাধিক ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক সর্বমোট ২৫ হাজার টাকার বেশী প্রাপ্ত হলে বাড়ীর মালিককে ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত ভাড়া জমা করতে হবে। বাড়ীর মালিক (ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক এ বিধান পরিপালন করা না হলে গৃহ-সম্পত্তি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫০% অথবা ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা (যেটি বেশি) হারে জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।

এছাড়াও অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে প্রণীত ধারা 19(22A) অনুযায়ী কোন গৃহসম্পত্তির মালিক কর্তৃক ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত নগদে দুই লক্ষ টাকার অধিক অর্থ অগ্রিম হিসেবে গ্রহণ করা হইলে তবে তা গৃহসম্পত্তির আয় হিসেবে গণ্য হবে। তবে উক্ত অগ্রিম ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গৃহীত হইলে, পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর বা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে যাহা কম সেই সময়ের মধ্যে বাড়িভাড়ার সাথে সমন্বিত অংশের অতিরিক্ত অগ্রিম (যদি থাকে) গৃহসম্পত্তি খাতের আয় হিসেবে গণ্য হবে।

কোন করদাতার ব্যবসা বা পেশা আয় থাকলে তাকে ব্যবসা/পেশা সংশ্লিষ্ট বাড়ী, অফিস বা দোকান ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৪। কৃষি আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী)

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে নীচের উদাহরণ অনুযায়ী কৃষি আয় হিসাব করতে হবে:

উদাহরণ-৫

ধরা যাক, জনাব সৌমিক কৃষি জমির পরিমাণ ২ একর। একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫ মণ। প্রতি মণ ধানের বাজারমূল্য ৮০০ টাকা হলে নীট করযোগ্য কৃষি আয়ের পরিমাণ হবে:

২ একর × ৪৫ মণ× বাজার মূল্য ৮০০/-	= ৭২,০০০ টাকা
বাদ: উৎপাদন ব্যয় ৬০%	= ৪৩,২০০ টাকা
নীট কৃষি আয়	= ২৮,৮০০ টাকা

কোন করদাতার আয়ের উৎস যদি শুধুমাত্র কৃষি খাত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি খাতের আয় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে। অর্থাৎ যদি কোন করদাতার কৃষি খাতের আয় ব্যতীত আর কোনো খাতে আয় না থাকে তা হলে তার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা হবে-

(ক) ৬৫ বছরের নীচে পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:
(৩,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা

(খ) মহিলা করদাতা বা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:
(৩,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৫০,০০০ টাকা

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে:
(৪,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,৫০,০০০ টাকা

(ঘ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে:
(৪,৭৫,০০০+২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা

৫। ব্যবসা বা পেশার আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ অনুযায়ী)

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতে সহজে আয় নিরূপণের জন্য ২০১৬-১৭ করবর্ষে প্রবর্তিত নতুন রিটার্ন ফরমে তফসিল ২৪সি প্রবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত নতুন আয়কর রিটার্ন ফরম ব্যবহারকারীগণ রিটার্নের ২৮ ক্রমিকে ব্যবসা বা পেশা খাতে করযোগ্য আয় থাকলে তফসিল ২৪সি পূরণপূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করবেন।

তফসিল ২৪সি এর ক্রমিক নং-০৩ এ ব্যবসা বা পেশার ধরণ (যেমন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গ্রোসারী ব্যবসা, কমিশন ব্যবসা, জুয়েলারী ব্যবসা, ইত্যাদি এবং পেশার ক্ষেত্রে চিকিৎসা, আইন, কনসালটেন্সি, ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে। ক্রমিক নং-০৪ এ ব্যবসা বা পেশার নাম (ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হবে। ক্রমিক নং-০৫ এ ব্যবসা বা পেশার ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমিক নং-০৬ হতে ০৯ এ ব্যবসা বা পেশার আয়ের বিবরণ (লাভ ও ক্ষতি হিসাব) উল্লেখ করতে হবে। ব্যবসা বা পেশার গ্রস প্রাপ্তি বা বিক্রয় হতে ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সকল খরচ বাদ দিয়ে নীট আয় নির্ণয় করতে হবে। উল্লেখ্য, করদাতার ব্যক্তিগত খরচ বা ব্যবসা বহির্ভূত খরচ গ্রস প্রাপ্তি বা বিক্রয় হতে বাদ দেয়া যাবে না। তাছাড়া ব্যবসার মূলধনী প্রকৃতির খরচও নীট আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে না।

ক্রমিক নং-১০ হতে ২০ এ ব্যবসা বা পেশার স্থিতিপত্র বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর তথ্য প্রদান করতে হবে।

করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় না থাকলে মূল রিটার্নের সাথে তফসিল ২৪সি সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

<u>উদাহরণ-৬</u>

ধরা যাক জনাব অতল আনন্দ স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। ০১/৭/২০২১ তারিখ হতে ৩০/৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত তাঁর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীর বেতন ৬০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ এর সমষ্টি ১,০০,০০০ টাকা। আয়বর্ষের শুরুতে তিনি ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছেন ৪০,০০০ টাকা।

জনাব অতল আনন্দের ব্যবসা খাতে নীট আয় পরিগণনা ও করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট বিক্রয়ের পরিমাণ		৩০,০০,০০০/-
বাদ: বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য		<u>২৪,০০,০০০/-</u>
গ্রস মুনাফা		৬,০০,০০০/-
বাদ: অন্যান্য খরচ		
কর্মচারীর বেতন	৬০,০০০/-	
ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ	১,০০,০০০/-	
ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় ৪০,০০০/- মূলধনী জাতীয় খরচ বিধায় এ খরচ নীট আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে না	শূন্য	
মোট খরচ		<u>১,৬০,০০০/-</u>

ব্যবসা খাতে অবচয়-পূর্ব আয়	৪,৪০,০০০/-
বাদ: অবচয় (depreciation)	
ব্যবসায় ব্যবহৃত হবার কারণে ফার্নিচার মূল্য ৪০,০০০ টাকার উপর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ১০% হারে ৪,০০০ টাকা অবচয় ভাতা প্রাপ্য হবেন	৪,০০০/-
ব্যবসা খাতে নীট আয়=	৪,৩৬,০০০/-

করদাতার নিরূপিত মোট আয় ৪,৩৬,০০০ টাকার বিপরীতে করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫%	৫,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০%	৩,৬০০/-
মোট	৮,৬০০/-

৬। মূলধনী মুনাফা (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩১ অনুযায়ী)

কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে মুনাফা হলে তা রিটার্নে মূলধনী আয় হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তির মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ী, কম্পিউটার, আসবাবপত্র অলংঙ্কার ইত্যাদি মূলধনী সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিক্রীত জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশনের সময় যে কর পরিশোধ করা হয় তা মূলধনী মুনাফার বিপরীতে চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম করদায় (minimum tax) পরিশোধ বলে গণ্য হবে।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রয় বা হস্তান্তর হতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার ডিলার/ব্রোকার কোম্পানি এর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টরদের আয় করযোগ্য। এছাড়া আয়বর্ষের যে কোন সময়ে কোন করদাতার কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ১০% অধিক শেয়ার থাকলে ঐ কোম্পানির শেয়ার বিক্রি হতে অর্জিত আয়ও করযোগ্য হবে।

৭। অন্যান্য উৎস হতে আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী)

বেতন, নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ, গৃহ-সম্পত্তির আয়, কৃষি আয়, ব্যবসা বা পেশার আয়, মূলধনী মুনাফা- এসকল আয়ের খাত ছাড়া অন্য যাবতীয় আয় অন্যান্য সূত্রের আয়। ব্যাংকে

গচ্ছিত টাকার উপর সুদ, নগদ লভ্যাংশ, লটারী, যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয়, বক্তৃতা বা লেখার সম্মানী ইত্যাদি অন্যান্য সূত্রের আয়ের কয়েকটি উদাহরণ।

অন্যান্য সূত্রের আয়ভুক্ত কোন উৎস হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়।

ধরা যাক, মিজ্ মন যমুনা বক্তৃতা দিয়ে উৎস কর ১০,০০০ টাকা কেটে রাখার পর ৯০,০০০টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তাহলে বক্তৃতা বাবদ মিজ্ মন যমুনার অন্যান্য সূত্রের আয় হবে (৯০,০০০ + ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা। উৎসে কেটে রাখা আয়কর তাঁর জন্য অগ্রিম কর পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত হবে যা তিনি আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন/দাবী করতে পারবেন। এরূপ অগ্রিম কর পরিশোধ মোট আয়ের উপর নিরূপিত করদায়ের বিপরীতে ক্রেডিট পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি করদাতার আয়ের সকল উৎসের জন্য নিরূপিত মোট আয়ের উপর করদায়ের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা হয় তাহলে করদাতাকে ১০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৮। ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ

করদাতা কোন অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড় হারে আয়কর রেয়াত পাবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো।

উদাহরণ-৭

ধরা যাক, নাটোরের সিংড়া উপজেলায় মিজ্ রাইন একটি ফার্মের ১/৩ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম ২,৮৫,০০০ টাকা মুনাফা করেছে। ঐ অংশীদারি ফার্মে তার মুনাফার হিস্যা ৯৫,০০০ টাকা। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিজ্ রাইনের গৃহ-সম্পত্তির নীট আয় ছিল ৩,২০,০০০ টাকা।

২০২২-২০২৩ করবর্ষে মিজ্ রাইনের মোট আয় হবে (৩,২০,০০০ + ৯৫,০০০) = ৪,১৫,০০০ টাকা। মোট আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার	শূন্য
অবশিষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ৫%	৩,২৫০/-
মোট আয়ের উপর আয়কর	৩,২৫০/-

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

(মোট প্রদেয় কর X ফার্মের অংশীদারী আয়) / মোট আয় = (৩,২৫০ X ৯৫,০০০) / ৪,১৫,০০০

= ৭৪৪ টাকা।

করদাতার নীট প্রদেয় করের পরিমাণ: ৩,২৫০-৭৪৪ = ২,৫০৬ টাকা।

তবে মিজ্ রাইনের ন্যূনতম করদায় হচ্ছে ৩,০০০ টাকা।

৯। স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৩(৪) ধারা অনুযায়ী)

করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৩(৪) ধারায় বর্ণনা অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

চতুর্থ ভাগ
করদায় পরিগণনা

মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর

সাধারণভাবে, মোট আয়ের করহারের তফসিল অনুযায়ী করহার প্রয়োগ করে একজন করদাতার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে একজন পুরুষ করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	কর হার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৪,০০,০০০ এর উপর	২৫%	৮,৫০,০০০/-
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ:		১০,৪৫,০০০/-

করদাতা যদি তৃতীয় লিঙ্গ বা মহিলা করদাতা হন অথবা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা হন তাহলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	কর হার	করের পরিমাণ
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ৩৩,৫০,০০০ এর উপর	২৫%	৮,৩৭,৫০০/-
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		১০,৩২,৫০০/-

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফলে এসব করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ কিছুটা কম হবে। প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা প্রত্যেক সন্তান বা

পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোন একজন এ সুবিধা পাবেন। করদাতা কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক হলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর কিভাবে নিরূপিত হবে তার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:

উদাহরণ-৮

ধরা যাক, জনাব সাব্বির চৌধুরী এবং তার স্ত্রী মিজ্ অর্পা চৌধুরী দু'জনেই করদাতা এবং তাদের দুইজন সন্তান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে জনাব সাব্বির চৌধুরীর মোট আয় ৫,০০,০০০ টাকা এবং মিজ্ অর্পা চৌধুরীর মোট আয় ৫,০০,০০০ টাকা।

যদি জনাব সাব্বির চৌধুরী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা হিসেবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করেন তাহলে তার মোট আয়ের উপর ২০২২-২০২৩ করবর্ষে আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

মোট আয়	৫,০০,০০০/-
বাদ: করমুক্ত সীমা (৩,০০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০)	৪,০০,০০০-
অবশিষ্ট	১,০০,০০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর (১,০০,০০০ X ৫%)	৫,০০০/-

আর যদি মিজ্ অর্পা চৌধুরী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা হিসেবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করেন তাহলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	৫,০০,০০০/-
বাদ: করমুক্ত সীমা (৩,৫০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০)	৪,৫০,০০০/-
অবশিষ্ট	৫০,০০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর (৫০,০০০/- X ৫%)	২,৫০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য ন্যূনতম কর	৫,০০০/-

জনাব সাব্বির চৌধুরী এবং মিজ্ অর্পা চৌধুরীর মধ্যে যে কোন একজন অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

তবে করদাতার যদি 82C ধারায় উল্লিখিত চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম কর (minimum tax) খাতের কোন আয় থাকে তাহলে উক্ত 82C ধারার সূত্রের আয় বাদ দিয়ে

অবশিষ্ট সকল খাতের মোট আয়ের উপর তফসিলে উল্লিখিত করহার প্রয়োগ করে করদায় হিসেব করতে হবে। এরপর উক্ত করদায়ের সাথে 82C ধারার আয়ের উপর উৎস কর যোগ করলে করদাতার মোট করদায় পাওয়া যাবে।

করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপ:

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার (৳)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

- একজন করদাতার আয় যে কোন স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে।
- কোন করদাতা একই আয়বর্ষে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থান স্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর হার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মুখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য একজন করদাতার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- একজন চাকুরিজীবি করদাতা আয়বর্ষে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিক কাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থান স্থল বলে বিবেচিত হবে।
- করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত

(আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর [44(4)(b)] ধারা অনুযায়ী)

নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ/চাঁদা থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।

একজন করদাতার বিনিয়োগজনতি কর রেয়াত পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ২টি বিষয় বিবেচিত হয়:

(ক) করদাতার মোট আয়;

(খ) রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount);

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) হবে-

(ক) রেয়াত পাওয়ার যোগ্য খাতে করদাতার প্রকৃত বিনিয়োগ/চাঁদার পরিমাণ;

(খ) করযোগ্য মোট আয়ের [82C ধারার (2) উপ-ধারায় বর্ণিত উৎস/উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এমন আয় থাকলে তা ব্যতীত] ২০%;

(গ) ১ কোটি টাকা;

এই তিনটির মধ্যে যেটি কম।

অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫% হারে আয়কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

বিনিয়োগ জনিত রেয়াত দাবির জন্য পৃথক তফসিল রয়েছে। ২০১৬-১৭ করবর্ষে প্রবর্তিত নতুন রিটার্ন ফরমে তফসিলটি ২৪ডি নামে চিহ্নিত। উল্লিখিত নতুন রিটার্ন দাখিলকারী করদাতা বিনিয়োগ দাবী করলে রেয়াত পাওয়ার যোগ্য বিনিয়োগ বা দান নতুন প্রবর্তিত তফসিল-২৪ডি এ উল্লেখপূর্বক মূল রিটার্নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং বিনিয়োগ বা দানের প্রমাণপত্র রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দানের খাত

একজন করদাতার বিনিয়োগ ও দানের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

- ☐জীবন বীমার প্রিমিয়াম;
- ☐ সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
- ☐ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
- ☐ কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা;
- ☐ সুপার এনুয়েশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা;
- ☐ যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৬০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
- ☐ সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ;
- ☐ বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ;
- ☐ বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ;
- ☐ জাতির জনকের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান;

- ☐ যাকাত তহবিলে দান;
- ☐ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন দাতব্য হাসপাতালে দান;
- ☐ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
- ☐ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
- ☐ আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কে দান;
- ☐ আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ☐ ICDDRB তে প্রদত্ত দান;
- ☐ CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান;
- ☐ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
- ☐ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এ দান;
- ☐ ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ☐ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা

অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ রেয়াতের পরিমাণ এবং কর রেয়াত কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

<u>উদাহরণ-৯</u>

ধরা যাক, মিজ্ নাইল সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারী। তাঁর বেতন খাত, গৃহ সম্পত্তি ও সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় রয়েছে। ২০২২-২০২৩ করবছরে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাত	পরিমাণ (৳)
(ক) বেতন খাতে আয়	৭,১৮,২০০
(খ) ব্যাংক সুদ আয়	<u>১,২০,০০০</u>
নিয়মিত উৎসের আয়	৮,৩৮,২০০
(গ)সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় (৮২সি ধারায়)	<u>৫০,০০০</u>
(সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ৫,০০০/-)	
মোট আয়	৮,৮৮,২০০

জনাব মিজ্ নাইলের রেয়াতযোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (৳)
১.	ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	৯৬,০০০

২.	কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা এবং গোষ্ঠী বীমা স্কীমের কিস্তি	৩,০০০
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
৪.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	১২,০০০
৫.	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	৫,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		২,১৬,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ (৳)
সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের আয় ৮,৮৮,২০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩০,০০০/-
অবশিষ্ট ৮৮,২০০ টাকা আয়ের উপর ১৫%	১৩,২৩০/-
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০/-
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৫৩,২৩০

মিজ্ নাইলের তথ্য অনুযায়ী রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) হবে:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি	২,১৬,০০০	
(খ)	সঞ্চয়পত্রের সুদ ৮২সি ধারার আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৮,৮৮,২০০ -৫০,০০০) = ৮,৩৮,২০০ টাকা যার উপর ২০% হারে	১,৬৭,৬৪০/-	
(গ)		১,০০,০০,০০০/-	
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১,৬৭,৬৪০/-

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

করদাতার মোট হওয়ায় কর রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) ১,৬৭,৬৪০ টাকার ১৫% অর্থাৎ ২৫,১৪৬ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (৫৩,২৩০- ২৫,১৪৬)	২৮,০৮৪/-
বাদ: উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০/-
অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ	২৩,০৮৪/-

উদাহরণ-১০

ধরা যাক, জনাব মোঃ নাহিদুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত সরকারি পেনশনভোগী করদাতা। তাঁর গৃহ সম্পত্তি খাত, পেনশন, ব্যাংক সুদ ও সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় রয়েছে। ২০২২-২০২৩ করবছরে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাত	পরিমাণ (৳)
(ক) গৃহ সম্পত্তি খাতে আয়	৫,০০,০০০
(খ) ব্যাংক সুদ আয়	১,০০,০০০
নিয়মিত উৎসের আয়	৬,০০,০০০
(গ) সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় (৮২সি ধারায়)	৫০,০০০
(সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ৫,০০০/-)	
(ঘ) পেনশন থেকে বার্ষিক প্রাপ্তি (কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়)	১,৮০,০০০
মোট আয়	৪,৩০,০০০
মোট করযোগ্য আয়	৬,৫০,০০০

জনাব নাহিদের রেয়াত পাওয়ার যোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (৳)
১	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
২	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		১,৫০,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ (৳)
সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের আয় ৬,০০,০০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ২,০০,০০০/- টাকার উপর ১০%	২০,০০০/-
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ৫০,০০০ টাকার উপর উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৩০,০০০

জনাব নাহিদের তথ্য অনুযায়ী রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) হবে:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি	১,৫০,০০০	
(খ)	সঞ্চয়পত্রের সুদ ৮২সি ধারার আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৬,৫০,০০০-৫০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা যার উপর ২০% হারে	১,২০,০০০/-	
(গ)		১,০০,০০,০০০/-	
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১,২০,০০০/-

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) ১,২০,০০০ টাকার ১৫% অর্থাৎ ১৮,০০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (৩০,০০০-১৮,০০০)		১২,০০০/-
বাদ: উৎসে কর্তিত কর		৫,০০০/-
অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ	৭,০০০/-	

উদাহরণ-১১

ধরা যাক, জনাব মুনিফ মিকদাদ ২০২২-২০২৩ করবছরে মোট আয়ের পরিমাণ ১৭,০০,০০০ টাকা। বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগ/দানের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১।	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	১,২০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	২,০০,০০০
৪	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
৫	ল্যাপটপ ক্রয়	১,০০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		৫,৩০,০০০

জনাব মুনিফ মিকদাদের কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দান:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	৬০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১,২০,০০০ /-	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ৬০,০০০/-	
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	২,০০,০০০
৪.	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		৩,৭০,০০০

[ল্যাপটপ ক্রয়ে বিনিয়োগকৃত অর্থ রেয়াতের জন্য বিবেচনা করা হয়নি কারন অর্থ আইন, ২০১৯ অনুযায়ী ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ রেয়াতের সুবিধা অবলোপন করা হয়েছে]

রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়:

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১৫% হারে	৬০,০০০/-
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ২০% হারে	১,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর 2৫% হারে	২৫,০০০/-
মোট	২,২০,০০০/-

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি	৩,৭০,০০০/-	
(খ)	মোট আয় ১৭,০০,০০০/- টাকার ২০%	৩,৪০,০০০/-	
(গ)		১,০০,০০,০০০/-	
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			৩,৪০,০০০/-

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:
করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে সরাসরি অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) ৩,৪০,০০০/-টাকার ১৫% অর্থাৎ ৫১,০০০/- টাকা।

ফলে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ দাঁড়াবে (২,২০,০০০-৫১,০০০) = ১,৬৯,০০০/- টাকা।

উদাহরণ ১২
মিজ্ মাহিবা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন করদাতা। তিনি প্রথম বারের মতো আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। ২০২২-২০২৩ করবর্ষে তার মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	৯০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০
মোট বিনিয়োগ		২,০০,০০০

মিজ্ মাহিবার কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:
১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	৬০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ৯০,০০০/-	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ৬০,০০০/-	
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০

মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১,৭০,০০০

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ১,৫০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১৫,০০০/-
মোট	২০,০০০/-

৩. রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (elligible amount) নির্ধারণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১,৭০,০০০/-	
(খ)	মোট আয় ৬,০০,০০০/- টাকার ২০%	১,২০,০০০/-	
(গ)		১,০০,০০,০০০/-	
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১,২০,০০০

৪. করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংক ১,২০,০০০ টাকার ১৫% অর্থাৎ ১৮,০০০ টাকা।

৫. প্রদেয় কর নির্ধারণ:

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় = ২০,০০০/-
প্রাপ্ত কর রেয়াত = ১৮,০০০/-
পার্থক্য = ২,০০০/-

করদাতা যেহেতু ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা তাই তার প্রদেয় করের পরিমাণ ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতাঃ

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতোপূর্বে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করেছেন তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ Tax Day এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ হবে। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে হ্রাসকৃত হারে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যাবে। করদাতা উপ-কর কমিশনারের নিকট হতে রিটার্ন দাখিলের জন্য সময় নিলেও বিলম্ব সুদ পরিশোধ করতে হবে।

উদাহরণ ১২

মিজ্ নাইফা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন করদাতা। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। কিন্তু তিনি ২০২২-২০২৩ করবর্ষে তার মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য মিজ্ নাইফার রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত শেষ তারিখ (Tax Day) ৩০ নভেম্বর ২০২২ । মিজ্ নাইফা আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করলে উপ-কর কমিশনার দুই মাস সময় মঞ্জুর করেন।

বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	৯০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০
মোট বিনিয়োগ		২,০০,০০০

মিজ্ নাইফার কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

ক্রম	খাত	পরিমাণ (৳)
১.	জীবন বীমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	৬০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ৯০,০০০/-	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ৬০,০০০/-	
৩.	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০

মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১,৭০,০০০

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ১,৫০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১৫,০০০/-
মোট	২০,০০০/-

৩. রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (elligible amount) নির্ধারণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১,৭০,০০০/-	
(খ)	মোট আয় ৬,০০,০০০/- টাকার ২০%	১,২০,০০০/-	
(গ)		১,০০,০০,০০০/-	
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১,২০,০০০

৪. করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংক ১,২০,০০০ টাকার ৭.৫% অর্থাৎ ৯,০০০ টাকা।

৫. প্রদেয় কর নির্ধারণ:

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় = ২০,০০০/-
প্রাপ্ত কর রেয়াত = ৯,০০০/-
পার্থক্য = ১১,০০০/-

করদাতা যেহেতু Tax Day এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন অতএব, করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) এর ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ হয়েছে এবং করদাতাকে ১১,০০০/- টাকা কর পরিশোধ করতে হবে।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণী (statement of assets, liabilities and expenses) তে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

	সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে-	৩৫%

এখানে,

(১) "নীট পরিসম্পদের মূল্যমান" বলিতে Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণী (statement of assets, liabilities and expenses) তে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমানকে (total net worth) বুঝাইবে; এবং

(২) "মোটরগাড়ি" বলিতে প্রাইভেট কার, জীপ বা মাইক্রোবাসকে বুঝাইবে।

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ যে কোন তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে তাকে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ- উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।

একজন পুরুষ করদাতার সারচার্জ কিভাবে পরিগণনা করতে হবে তা নিচের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে দেখানো হলো:

		টাকা
(১)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৮০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(২)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৯০,০০,০০০/-
	মোট আয়	২,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৩)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৩,১০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	১,৫০০/-
(৪)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১,৩০,০০,০০০/-
	করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
	মোট আয়	৭,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,৫০০/-
(৫)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,০০,০০,০০০/-
	করদাতার ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বমোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি রয়েছে	
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	১,৫০০/-
(৬)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৭,৫০,০০,০০০/-
	করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
	মোট আয়	৭,০০,০০০/-

	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,৫০০/-
(৭)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১২,৫০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	৩,০০০/-
(৮)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১৫,৫০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৫,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	৩,০০০/-
(৯)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২০,০০,০০,০০০/-
	জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়	৫,০০,০০০/-
	অন্যান্য সূত্রের আয়	৩,৬০,০০০/-
	মোট আয়	৮,৬০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ [(ক)+(খ)]	২,২৮,০০০/-
	(ক) জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়ের উপর (৪৫%): ২,২৫,০০০/-	
	(খ) অন্যান্য সূত্রের আয়ের উপর (৩,৬০,০০০/- ৩,০০,০০০)X৫%= ৩,০০০ /-	
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ:	
	(ক) ২,২৮,০০০ X ২০% = ৪৫,৬০০/- (খ) ৫,০০,০০০ X ২.৫% = ১২,৫০০/-	**৫৮,১০০-**
(১০)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৫০,০০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৭,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩০% হারে):	১০,৫০০/-
(১১)	করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০/-
	মোট আয়	৮০,০০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৭,৯৫,০০০/-
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):	৬,২৮,২৫০/-

(১২)	করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০/-
	মোট আয়	২,৮০,০০০/-
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):	শূন্য

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিলম্ব সুদ আরোপ

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ Tax Day এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার উপর মাসিক ২% হারে বিলম্ব সুদ (delay interest) আরোপযোগ্য হবে। করদাতা উপ-কর কমিশনারের নিকট হতে রিটার্ন দাখিলের জন্য সময় নিলেও বিলম্ব সুদ পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিলম্ব সুদ ছাড়াও অতিরিক্ত সরল সুদ ও জরিমানা আরোপসহ আয়কর অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও যথারীতি প্রয়োগযোগ্য হবে।

বিলম্ব সুদ পরিগণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে করদাতার মোট আয়ের উপর নিরূপিত কর (tax assessed on total income) এবং উৎস করসহ অগ্রিম করের পার্থক্যের উপর।

মোট আয়ের উপর নিরূপিত কর (tax assessed on total income) বলতে বুঝাবে-

(ক) ধারা 82BB এর আওতায় দাখিলকৃত এবং উক্ত ধারার আওতায় নিষ্পন্নকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে, উক্ত ধারার উপধারা (1) এর অধীন প্রদেয় করদায় এবং অন্য যেকোন উপধারা এর অধীন নিরূপিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত করদায়, এর মধ্যে যেটি বেশী হয়, তা;

(খ) ধারা 82BB এর আওতায় নিষ্পত্তিকৃত নয় এরূপ রিটার্নের ক্ষেত্রে, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়ের ভিত্তিতে পরিগণনাকৃত করদায়।

বিলম্ব সুদ পরিগণনার সময়কাল হবে Tax Day এর পরবর্তী দিবস থেকে শুরু করে-

(ক) যেক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের দিন পর্যন্ত;

(খ) যেক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা হয়নি, সেক্ষেত্রে নিয়মিত কর নির্ধারণের দিন পর্যন্ত।

বিলম্ব সুদ পরিগণনার সর্বোচ্চ সময়কাল হবে ১ বছর।

যে সকল ক্ষেত্রে ধারা 75 এর উপধারা (5) এর proviso এর বিধান প্রযোজ্য সে সকল ক্ষেত্রে এ ধারায় বর্ণিত বিলম্ব সুদ প্রদেয় হবে না।

বিলম্ব সুদ কিভাবে হিসেব করা হবে তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

উদাহরণ-১২

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে জনাব ঝিলিক দেবনাথ বিন্দুর মোট আয় ছিল ৭,০০,০০০ টাকা। তিনি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১,৮০,০০০ টাকা অগ্রিম কর ও ৬,০০০ টাকা উৎস কর

প্রদান করেছেন। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য জনাব ঝিলিক দেবনাথ বিন্দুর রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত শেষ তারিখ (Tax Day) ৩০ নভেম্বর ২০২২ ।

জনাব ঝিলিক আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করলে উপ-কর কমিশনার দুই মাস সময় মঞ্জুর করেন। ঝিলিক দেবনাথ বিন্দু ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ১১,০০০ টাকার পে-অর্ডারসহ 82BB ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। উপ-কর কমিশনার ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে 82BB(2) ধারায় রিটার্নটি process করেন, যাতে কোন গাণিতিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি। রিটার্নটি 82BB(7) ধারায় অডিটের জন্য নির্বাচিত হয়নি।

এক্ষেত্রে,

(ক) মোট আয়ের উপর নিরূপিত কর ৩৫,০০০ টাকা।

(খ) অগ্রিম কর ও উৎস করের সমষ্টি: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

ক ও খ এর পার্থক্য: ৩৫,০০০ – ২৪, ০০০ = ১১, ০০০ টাকা।

বিলম্ব সুদ পরিগণনার সময়: ১ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৩= ১ মাস ১৫দিন।

ফলে, মাসিক 2% হারে বিলম্ব সুদ হবে,

[১১, ০০০ X ২% X ১] + [১১, ০০০ X ২% X (১৫÷৩১)] = ৩২৬ টাকা

কোন করদাতার ক্ষেত্রে বিলম্ব সুদ প্রযোজ্য হলে করদাতা বিলম্ব সুদ ছাড়াই রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। উপ-কর কমিশনার রিটার্ন process বা কর নির্ধারণের সময় বিলম্ব সুদ অন্তর্ভুক্ত করে দাবীনামা জারী করবেন।

উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট

(ক) উৎস কর:

আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত কর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন করদাতার বেতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া আয়, পেশাগত ফি প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে উৎসে কর কেটে রাখা হলে তা রিটার্নে দেখাতে হবে। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত করের সপক্ষে কর কর্তনকারী/সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

(খ) ধারা ৬৪,৬৮/৬৮বি অনুযায়ী প্রদত্ত অগ্রিম কর:

করদাতা যদি অগ্রিম কর পরিশোধ করে থাকেন তাহলে পরিশোধিত করের পরিমাণ আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণও রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

উদাহরণ-১: ধরা যাক, কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা তার গাড়ির ফিটনেস নবায়ন কালে অগ্রিম কর হিসেবে ২৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছেন। তিনি অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে চালানের কপি রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন। অন্যথায় তিনি পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট দাবী করতে পারবেন না।

উদাহরণ-২: ধরা যাক, ১ জুলাই ২০২২ তারিখে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা তার গাড়ির ফিটনেস নবায়ন কালে অগ্রিম কর হিসেবে ২৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছেন। তাহলে তিনি অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে অটোমেটেড চালান বা ই-পেমেন্টের চালানের কপি ২০২২-২০২৩ করবছরের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন। অন্যথায় তিনি পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট দাবী করতে পারবেন না।

রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪ অনুযায়ী)

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত প্রদেয় আয়কর হতে উৎসে কর্তিত কর এবং ৬৪/৬৮বি ধারায় অগ্রিম প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কর পরিশোধের সমর্থনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অটোমেটেড চালান (এ চালান) অথবা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কর অটোমেটেড চালান (এ চালান), পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, একাউন্ট পেয়ী চেকের কপি দাখিলসহ পরিশোধিত করের পরিমাণ রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে।

প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়

পূর্বের বছরগুলোতে করদাতার যদি কর ফেরত দাবী/সৃষ্টি থাকে তবে তা তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোন করবছরের কর ফেরত দাবী করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, ২০২১-২০২২ করবছরে করদাতার ফেরতযোগ্য করের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২১-২০২২ করবর্ষের ফেরতযোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২২-২০২৩ করবছরে করদাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী/সমন্বয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য তাকে অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(ঙ) করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়:

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে তা রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের কয়েকটি খাত নীচে উল্লেখ করা হলো:

(১) সরকারি চাকুরিজীবী করদাতা যদি চাকুরীর দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বিশেষ ভাতা, সুবিধা বা আনুতোষিক (perquisite) পান;
(২) সরকারি বা অনুমোদিত পেনশন;
(৩) অংশীদারী ফার্ম হতে পাওয়া মূলধনী মুনাফার অংশ;
(৪) ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি বা অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি প্রাপ্তি;
(৫) প্রভিডেন্ট ফান্ড এ্যাক্ট, ১৯২৫ অনুযায়ী উক্ত ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
(৬) স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
(৭) স্বীকৃত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(৮) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড থেকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ;

(৯) মিউচ্যুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় (সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড);

(১০) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত;

(১১) সরকারি নিরাপত্তা জামানতের সুদ যা সরকার করমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে;

(১২) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কোন indigenous hillman-এর এই জেলাগুলোতে পরিচালিত আর্থিক কর্মকান্ডের ফলে প্রাপ্ত আয়;

(১৩) আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত কর হারের সুবিধা গ্রহণকারী করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতার রপ্তানী ব্যবসা হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০%;

(১৪) আয়ের একমাত্র উৎস ‘কৃষি খাত’ হলে কৃষি খাত হতে আয় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত;

(১৫) সফটওয়্যার তৈরিসহ তথ্য-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খাতের ব্যবসায় আয়। খাতগুলো হচ্ছে: Software development; Software or application customization; Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN); Digital content development and management; Digital animation development; Website development; Web site services; Web listing; IT process outsourcing; Website hosting; Digital graphics design; Digital data entry and processing; Digital data analytics; Geographic Information Services (GIS); IT support and software maintenance service; Software test lab services; Call center service; Overseas medical transcription; Search engine optimization services; Document conversion, imaging and digital archiving; Robotics process outsourcing, Cyber security services, Cloud service, System Integration, e-learning platform, e-book publications, Mobile application development service এবং IT Freelancing।

(১৬) হাঁস-মুরগীর খামার হতে অর্জিত আয় এর ক্ষেত্রে প্রথম ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হারে, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০% হারে কর প্রদেয় হবে;

(১৭) হাঁস-মুরগী, চিংড়ী ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয় এর ক্ষেত্রে প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হারে, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা আয়ের উপর

৫% হারে, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫% হারে কর প্রদেয় হবে;

(১৮) কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত মূলধনী মুনাফা;

(১৯) হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী থেকে উদ্ভুত আয়;

(২০) জিরো কুপন বন্ড থেকে উদ্ভুত আয়;

(২১) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড হতে প্রাপ্ত সুদ আয়;

(২২) পেনশনার সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদ (কোন আয়বর্ষে কোন করদাতার পেনশনার সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করলে);

(২৩) পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর আয়- নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং নারী উদ্যোক্তার জন্য বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত;

(২৪) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত সম্মানী বা ভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণ ভাতা;

(২৫) সরকারের নিকট হতে গৃহীত কোন পদক/ পুরস্কার;

(২৬) কোন Elderly care home পরিচালনা হতে অর্জিত আয়; এবং

(২৭) বাংলাদেশের কোন নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (foreign remittance) আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনয়ন করলে, উক্ত বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশে উপার্জিত আয়।

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

পঞ্চম ভাগ
মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনার উদাহরণ

বিভিন্ন শ্রেণির স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১। সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা:

(ক) শুধু বেতন খাতের আয় থাকলে:

জনাব মাহরুস হাসান মাহাদ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একজন কর্মচারী। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	২২,০০০ /-
উৎসব বোনাস ২টি (২২,০০০/- X ২)	৪৪,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০/-
শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৫০০/-
বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪,৪০০/-

তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ৩,২০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাব রক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা।

২০২২-২০২৩ করবছরে জনাব মাহরুস হাসান মাহাদ মোট আয় এবং করদায় কত হবে তা নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

<u>বেতন খাতে আয়:</u>

মূল বেতন (২২,০০০/- × ১২ মাস)	২,৬৪,০০০/-
উৎসব বোনাস (২২,০০০/- × ২)	<u>৪৪,০০০/-</u>
মোট আয়	৩,০৮,০০০/-

* জনাব মাহাদের ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বছরে যে চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন তা তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এসব ভাতার জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

কর দায় পরিগণনা:

প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত 'শূন্য' হার	শূন্য
অবশিষ্ট ৮,০০০ টাকার উপর ৫%	৪০০/-
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৪০০/-

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (৩,২০০ × ১২)	৩৮,৪০০/-
(২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০× ১২)	১৮০০/-
(৩) গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১২০০/-
মোট বিনিয়োগ	৪১,৪০০/-

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	৪১,৪০০/-
(খ)	মোট আয় ৩,০৮,০০০ টাকার ২০%	৬১,৬০০/-
(গ)		১,০০,০০,০০০/-
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৪১,৪০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) ৪১,৪০০/- এর ১৫% অর্থাৎ (৪১,৪০০×১৫%) = ৬,২১০ টাকা।

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৪০০/-
কর রেয়াত	৬,২১০/-
রেয়াত বাদে পরিগণিত প্রদেয় কর	(৫৮১০/-)

উপরের কর পরিগণনা অনুযায়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক হলেও করদাতার করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত আয় থাকায় এক্ষেত্রে করদাতার অবস্থান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় হলে ৩,০০০ টাকা আয়কর প্রদান করতে হবে।

একই আয় যদি কোন প্রতিবন্ধী অথবা গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা যথাক্রমে ৪,৫০,০০০ টাকা এবং ৪,৭৫,০০০ টাকা হওয়ায় তাকে কোন কর প্রদান করতে হবে না। এছাড়াও একই আয় একজন মহিলা কর্মকর্তার থাকলে, যার একটি প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে এবং তার স্বামী প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য কোন অব্যাহতির সীমা গ্রহণ করেন না, তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,২৫,০০০ টাকা হওয়ায় তাকে কোন কর প্রদান করতে হবে না।

(খ) বেতনসহ অন্য খাতের আয় থাকলে

একজন সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন খাত ছাড়াও ব্যাংক সুদ, গৃহ সম্পত্তি, লভ্যাংশ, ব্যাংক সুদ, ইত্যাদি খাতে আয় থাকতে পারে।

ধরা যাক, মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকার স্ব-শাসিত (Public Bodies) এর একজন কর্মচারী। তিনি ১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২২ সময়কালে নিম্নোক্ত বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

(ক) মূল বেতন (৫৮,৭৬০× ১২)	৭,০৫,১২০/-
(খ) বাড়ী ভাড়া ভাতা (২৯,৩৮০ × ১২)	৩,৫২,৫৬০/-
(গ) ২টি উৎসব বোনাস (৫৮,৭৬০ × ১২)	১,১৭,৫২০/-
(ঘ) চিকিৎসা ভাতা (১৫০০ × ১২)	১৮,০০০/-
(ঙ) শিক্ষা সহায়ক ভাতা (৫০০ × ১২)	৬,০০০/-
(চ) বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৭৫২/-

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠন হতে একটি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন। গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসের বেতন হতে ৬০০ টাকা করে কর্তন করা হয়। এছাড়াও তিনি নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ একাডেমীতে খন্ডকালীন প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন (resource person) হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্মানী বাবদ ৩৫,০০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের খাতা দেখা ফি বাবদ ১০,০০০ টাকা পেয়েছেন। উক্ত সম্মানী ও ফি প্রদানকালে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

এছাড়া মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকার গৃহ-সম্পত্তি খাতে ৫০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ১০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে। লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকারের মোট আয় ও করদায় পরিগণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) <u>বেতন খাতে আয়</u>

মূল বেতন: (৫৮,৭৬০ x ১২)		৭,০৫,১২০/-	
উৎসব ভাতা: (৫৮,৭৬০ x১ ২)		১,১৭,৫২০/-	
(খ) গৃহ-সম্পত্তি আয়		৫০,০০০/-	
(গ) কৃষি আয়			১০,০০০/-

(ঘ) অন্যান্য সূত্রের আয়

(অ) পেশাগত আয় (সম্মানী ৩৫,০০০+ ফি ১০,০০০) ৪৫,০০০/-

(আ) লভ্যাংশ

আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০ টাকা যার মধ্যে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত। ২৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংক করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। তাই লভ্যাংশ আয় (১,৩৫,০০০-২৫,০০০) ১,১০,০০০/-

(ই) ব্যাংক সুদ		<u>১০,০০০/-</u>	
অন্যান্য সূত্রের আয়			<u>১,৬৫,০০০/-</u>
	মোট আয়		১০,৪৭,৬৪০/-

মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকারের ২০২১-২২ অর্থ বছরে তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এ উল্লিখিত চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন। ফলে উক্ত ভাতাসমূহের জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকারের নিরূপিত মোট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার বিপরীতে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
অবিশিষ্ট ২,৯৭,৬৪০ টাকা আয়ের উপর ১৫% হারে	<u>৪৪,৬৪৬/-</u>
মোট	৭৯,৬৪৬/-

মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকারের প্রতি মাসে প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৮,০০০ টাকা, কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা বাবদ মাসিক যথাক্রমে ১৫০ টাকা এবং ১০০ টাকা চাঁদা দিয়ে থাকেন। তিনি ১,০০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক ১৫,০০০ টাকা দিয়েছেন।

<u>বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনাঃ</u>

(ক) প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা (৮,০০০ X ১২ মাস): ৯৬,০০০/-

(খ) কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা: ৩,০০০/-

(১৫০+১০০) X ১২ মাস

(গ) সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ ১০০,০০০/-

(ঘ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান <u>১৫,০০০/-</u>

মোট বিনিয়োগ ২,১৪,০০০ /-

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	২,১৪,০০০/-
(খ)	মোট আয় ১০,৪৭,৬৪০ টাকার ২৫%	২,০৯,৫২৮/-
(গ)		১,০০,০০,০০০/-
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		২,০৯,৫২৮/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২,০৯,৫২৮/-টাকার ১৫% অর্থাৎ (২,০৯,৫২৮/-X ১৫%)= ৩১,৪২৯ টাকা।

প্রদেয় কর:

মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য কর ৭৯,৬৪৬/-

বাদঃ কর রেয়াত <u>৩১,৪২৯/-</u>

৪৮,২১৭/-

<u>বাদঃ</u> উৎসে কর্তিত কর

(ক) পেশাগত সেবার বিপরীতে প্রাপ্য সম্মানী ও ফি

৪৫,০০০/- এর ১০% = ৪,৫০০/-

(খ) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/-

(গ) লভ্যাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = <u>১৩,৫০০/-</u>

<u>মোট উৎসে কর্তিত কর ১৯,০০০/-</u>

নীট প্রদেয় কর ২৯,২১৭/-

অর্থাৎ, মিজ্ ধনিষ্ঠা সরকারকে অবশিষ্ট প্রদেয় কর ২৯,২১৭ টাকা রিটার্ন দাখিলের পূর্বে বা সময় পরিশোধ করতে হবে।

২। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তার আয় এবং কর পরিগণনা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিজ্ অরণ্য অহম ২০২২-২০২৩ করবর্ষে নিম্নরূপ বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

ক্রঃনঃ	খাত	পরিমাণ (টাকায়)
(ক)	মাসিক মূল বেতন	১৯,৩০০/- টাকা
(খ)	২টি উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ x ২)	৩৮,৬০০/- টাকা
(গ)	চিকিৎসা ভাতা	২,০০০/- টাকা
(ঘ)	আপ্যায়ন ভাতা	৩০০/- টাকা
(ঙ)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৭,৭২০/- টাকা

এছাড়া মিজ্ অরণ্য অহমের নিম্নোক্ত সুবিধাদি, আয়, উৎসে কর কর্তন ও সম্পদ রয়েছে-

১. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন।

২. তার গৃহ সম্পত্তি খাতে ৫০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ১০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে।

৩. লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

৪. ৩০/০৬/২০২২ তারিখে তার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।

তিনি ৪০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক ৫,০০০ টাকা দিয়েছেন।

মিজ্ অরণ্য অহমের মোট আয় নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করতে হবে:

(ক) <u>বেতন খাতে আয়:</u>

মূল বেতন (১৯,৩০০ x ১২)		২,৩১,৬০০/-
উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ x ২)		৩৮,৬০০/-
চিকিৎসা ভাতা (২,০০০x ১২)	২৪,০০০/-	
<u>বাদ:</u> মূল বেতনের ১০% (২,৩১,৬০০ x ১০%)	<u>২৩,১৬০/-</u>	
অথবা বার্ষিক ১,২০,০০০/-যেটি কম		৮৪০/-
আপ্যায়ন ভাতা (৩০০ x ১২)		৩,৬০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা (৭,৭২০ x ১২)	৯২,৬৪০/-	
<u>বাদ:</u> করমুক্ত ভাতা:		
বার্ষিক ৩,০০,০০০/- বা মূল বেতনের ৫০%		
(২,৩১,৬০০ x ৫০%=) ১,১৫,৮০০/- এ		
দুটির মধ্যে যেটি কম	<u>১,১৫,৮০০/-</u>	

প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া ভাতা করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত না হওয়ায় এখাতে

কোন আয় নিরূপিত হবে না। শূন্য

যাতায়াত সুবিধা (মূল বেতনের ৫% হিসেবে

১১,৫৮০/- অথবা ৬০,০০০/- এর মধ্যে যেটি বেশি) = ৬০,০০০/-

বেতন খাতে আয় = ৩,৩৪,৬৪০/-

(খ) গৃহ-সম্পত্তি আয়: ৫০,০০০/-

(গ) কৃষি আয়: ১০,০০০/-

(ঘ) অন্যান্য সূত্রের আয়:

(অ) লভ্যাংশ

আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০ টাকা যার মধ্যে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত। ২৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত অংক করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। তাই লভ্যাংশ আয় (১,৩৫,০০০-২৫,০০০) বা ১, ১০,০০০/-

(আ) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/-

অন্যান্য সূত্রের আয় ১,২০,০০০/-

মোট আয় ৫,১৪,৬৪০/-

করদাতার করদায়ের পরিমাণ হবে:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর শূন্য

পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে ৫,০০০/-

অবশিষ্ট ৬৪,৬৪০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০% হারে ৬,৪৬৪/-

মোট আয়ের উপর আয়কর ১১,৪৬৪/-

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা:

(ক) সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ ৪০,০০০ টাকা

(খ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান ৫,০০০ টাকা

মোট ৪৫,০০০ টাকা

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	৪৫,০০০/-
(খ)	মোট আয় ৫,১৪,৬৪০ টাকার ২০%	১,০২,৯২৮/-
(গ)		১,০০,০০,০০০/-
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৪৫,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

৪৫,০০০ এর ১৫% অর্থাৎ (৪৫,০০০ X ১৫%)= ৬,৭৫০ টাকা।

মোট আরোপযোগ্য কর	১১,৪৬৪/-
বাদ: কর রেয়াত	৬,৭৫০/-
প্রদেয় কর	৪,৭১৪/-

সারচার্জের পরিমাণ:

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০/- হওয়ায় প্রদেয় আয়করের ৩০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে। সারচার্জের পরিমাণ দাড়ায় (৪,৭১৪ টাকার ৩০%) ১৪১৪ টাকা।	১,৪১৪/-
ফলে মোট প্রদেয় কর	৬,১২৮/-
বাদ: উৎসে কর্তিত কর	
(ক) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/-	
(খ) লভ্যাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/-	
	১৪,৫০০/-
মিজ্ অরণ্য অহমের নিকট ফেরতযোগ্য কর	(৮,৩৭২/-)

৩। একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব মিনহাজ আহমেদ বেসরকারি ইংরেজী মাধ্যমের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার একজন প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী করদাতা নন। ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ছিল নিম্নরূপঃ

বেতন খাত:	
মাসিক মূল বেতন	৩০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৫,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা	১,০০০/-
উৎসব বোনাস-	দু'টি মূল বেতনের সমান।

জনাব মিনহাজ আহমেদ টিউশনী থেকেও উপার্জন করে থাকেন। তিনি মাসে মোট ০৬ (ছয়) ব্যাচে ছাত্র পড়ান। প্রতি ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা ০৬ (ছয়) জন। প্রতি ছাত্র থেকে তিনি সম্মানী গ্রহণ করেন মাসিক ৪,০০০ টাকা। তিনি নিজের বাসাতেই ছাত্র পড়ান।

তিনি আয়বর্ষে ২,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩,৩০,০০,০০০ টাকা।

২০২২-২০২৩ করবছরে করদাতার মোট আয় ও প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

বেতন খাত:

মাসিক মূল বেতন (৩০,০০০ X ১২)		৩,৬০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১৫,০০০X ১২)	১,৮০,০০০/-	
বাদ: করমুক্ত (মূল বেতনের ৫০%)	১,৮০,০০০/-	শূন্য
চিকিৎসা ভাতা (১,০০০X১২)	১২,০০০/-	
বাদ: মূল বেতনের ১০% অথবা বার্ষিক ১,২০,০০০/-, যেটি কম	৩৬,০০০/-	শূন্য
উৎসব বোনাস (৩০,০০০ X২)		৬০,০০০/-
	বেতন খাতে আয় =	৪,২০,০০০/-

অন্যান্য উৎস খাতে আয়:

টিউশনী থেকে প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ X ৬ জন X ৪০০০ X ১২ মাস)		১৭,২৮,০০০/-
	মোট আয় =	২১,৪৮,০০০/-

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা* পর্যন্ত মোট আয়ের উপর		শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০/-
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৩০,০০০/-
(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৬০,০০০/-
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০/-
(চ) অবশিষ্ট ৪,৯৮,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর	২৫%	১,২৪,৫০০০/-
	প্রদেয় কর =	৩,১৯,৫০০/-

* প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা হিসেবে করমুক্ত আয় সীমা (৩,০০,০০০ + ৫০,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা।

কর রেয়াত:

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	২,০০,০০০/-
(খ)	মোট আয়ের ২৫% (২১,৪৮,০০০ × ২০%)	৪,২৯,৬০০/-
(গ)		১,০০,০০,০০০/-

অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]	২,০০,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:
করদাতার মোট আয় ১৫ লক্ষ টাকার অধিক হওয়ায় কর রেয়াতের পরিমাণ হবে সরাসরি অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) ২,০০,০০০/- এর ১৫% অর্থাৎ (২,০০,০০০ X ১৫%)= ৩০,০০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:
ফলে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে (৩,১৯,৫০০ -৩০,০০০) = ২,৮৯,৫০০ টাকা।

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যা সারচার্জ আরোপের লক্ষ্যে নীট সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা ৩ কোটি টাকার অধিক হওয়ায় নীট প্রদেয় কর ২, ৮৯,৫০০ টাকার উপর ১০% হারে সারচার্জ বাবদ (২, ৮৯,৫০০ X ১০%) =২৮,৯৫০ টাকা প্রদেয় হবে। অর্থাৎ আয়কর ও সারচার্জ বাবদ করদাতার মোট করদায় হবে (২,৮৯,৫০০ + ২৮,৯৫০) = ৩,১৮,৪৫০ টাকা।

৪। একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা

মিজ্ নামিরা নুজাইমা একজন কণ্ঠশিল্পী। তার নিজস্ব একটি গানের দল রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তার দল নিয়ে গান পরিবেশনের মাধ্যমে আয় করে থাকেন। ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান ছিল এ রকম:

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাপ্তি ছিল ১০,০০,০০০ টাকা।

তার নিজস্ব দলে ৩জন সহশিল্পী, ৩ জন যন্ত্রশিল্পী, ২ জন তবলচী রয়েছে। তাদেরকে বেতন বাবদ প্রদান করা হয়েছিল:

বেতন খরচ:

৩ জন সহশিল্পী	৩ X ৬০০০ X ১২ মাস	২,১৬,০০০/-
৩ জন যন্ত্রশিল্পী ও অন্যান্য	৩ X ৫০০০ X ১২ মাস	১,৮০,০০০/-
২ জন তবলচী	২ X ৩০০০ X ১২ মাস	৭২,০০০/-

শিল্পীদের ড্রেস ও যাতায়াত বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা।

২০২২-২০২৩ করবছরে মিজ্ নামিরার মোট আয় ও প্রদেয় আয়কর হবে নিম্নরূপ:

সংগীত পরিবেশন হতে গ্রস প্রাপ্তি-

			১০,০০,০০০/-
বাদ: ব্যয়সমূহ (যাচাইযোগ্য প্রমাণাদি দাখিল সাপেক্ষে)			
১। বেতন বাবদ:			
সহশিল্পী	২,১৬,০০০/-		
তবলচী	৭২,০০০/-		
যন্ত্রশিল্পী ও অন্যান্য	১,৮০,০০০/-		
		৪,৬৮,০০০/-	
২। ড্রেস ও যাতায়াত --		১৭,০০০/-	
			৪,৮৫,০০০/-
		মোট আয় =	৫,১৫,০০০/-

করদায় পরিগণনা:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
অবশিষ্ট ৬৫,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৬,৫০০/-
মোট প্রদেয় কর	১১,৫০০/-

৫। একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব ফাহাদ আল করিম একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি ৩০ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে হাসপাতাল থেকে নিম্নরূপ বেতন ভাতা পেয়েছেন:

বেতন খাত:

মূল বেতন (৫০,০০০ X ১২)	৬,০০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩,০০,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা (২.০০০ X ১২)	২৪,০০০/-
উৎসব ভাতা দু'টি মূল বেতনের সমপরিমাণ	১,০০,০০০/-

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে আয়বর্ষে তিনি মাসে ৫,০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ চাঁদা জমা দিয়েছেন।

জনাব ফাহাদ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ১০ জন নতুন রোগী ও ৩০ জন পুরাতন রোগী দেখেন। নতুন রোগীর ফি ৫০০ টাকা ও পুরাতন রোগীর ফি ৩০০ টাকা। তিনি বছরে ৩০০ দিন রোগী দেখেন। করদাতা পেশাখাতের জন্য কোন খাতাপত্র সংরক্ষণ করেন না।

তিনি আয়বর্ষে একটি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে (ডিপিএস) মাসিক ৬,০০০ টাকা হিসেবে জমা প্রদান করেছেন। তিনি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ১০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া তিনি ৫,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

২০২২-২০২৩ করবছরে জনাব জনাব ফাহাদ আল করিমের মোট আয় ও আয়কর পরিগণনা নীচে দেখানো হল:

<u>বেতন আয়:</u>

বার্ষিক মূল বেতন		৬,০০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩,০০,০০০/-	
বাদ: বার্ষিক ৩,০০,০০০/- বা মূল বেতনের ৫০% (৬,০০,০০০ X ৫০%) = ৩,০০,০০০/- এ দুটির মধ্যে যেটি কম	<u>৩,০০,০০০/-</u>	‘শূন্য’
উৎসব ভাতা		১,০০,০০০/-
চিকিৎসা ভাতা	২৪,০০০/-	
<u>বাদ:</u>মূল বেতনের ১০% (৬,০০,০০০ × ১০%) ৬০,০০০/-অথবা বার্ষিক ১,২০,০০০/- যেটি কম	<u>৬০,০০০/-</u>	‘শূন্য’
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা (৫০০০ X ১২ মাস)		<u>৬০,০০০/-</u>
বেতন খাতে আয়		৭,৬০,০০০/-

<u>পেশা খাতে আয়:</u>

নতুন রোগী (১০জন X ৩০০দিন X ৫০০টাকা)	১৫,০০,০০০/-	
পুরাতন রোগী (৩০জন X ৩০০দিন X ৩০০টাকা)	<u>২৭,০০,০০০/-</u>	
মোট প্রাপ্তি		৪২,০০,০০০/-
বাদ: পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ (হিসাব সংরক্ষণ করেন না বিবেচনায় আনুমানিক ১/৩ অংশ)		<u>১৪,০০,০০০/-</u>

পেশা খাতে নীট আয়	২৮,০০,০০০/-
মোট আয়	৩৫,৬০,০০০/-

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০% হারে	৩০,০০০/-
(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১৫% হারে	৬০,০০০/-
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০% হারে	১,০০,০০০/-
(চ) অবশিষ্ট ১৯,৬০,০০০ টাকা আয়ের উপর ২৫% হারে	৪,৯০,০০০/-
প্রদেয় কর	৬,৮৫,০০০/-

কর রেয়াত:

রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ:

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিজের ও নিয়োগকর্তার বার্ষিক চাদা (৫০০০ X ১২মাস) X ২	১,২০,০০০/-
ডিপিএস -এ বার্ষিক জমা (৬,০০০ X ১২) = ৭২,০০০ টাকা, কিন্তু সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা ৬০,০০০ টাকা	৬০,০০০/-
সঞ্চয়পত্র ক্রয়	৫,০০,০০০/-
ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০/-
মোট প্রকৃত বিনিয়োগ	১৬,৮০,০০০/-

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১৬,৮০,০০০/-
(খ)	মোট আয়ের ২০% (৩৫,৬০,০০০ X ২০%)	৭,১২,০০০/-
(গ)		১,০০,০০,০০০/-
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৭,১২,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে অনুমোদনযোগ্য অংকের ১৫% অর্থাৎ (৭,১২,০০০/-X ১৫%)=১,০৬,৮০০/- টাকা।

ফলে জনাব ফাহাদের নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে (৬,৮৫,০০০- ১,০৬,৮০০) = ৫,৭৮,০০০/- টাকা।

৬। একজন ব্যবসায়ীর আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব রজিন বাবু মাহি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের হিসাব বিবরণীতে তিনি আয়ের নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন:

বিক্রয়	১,২০,০০,০০০/-
গ্রস মুনাফা	১৮,০০,০০০/-
লাভ-ক্ষতি হিসাবের বিভিন্ন খাতে খরচ দাবী	১০,০০,০০০/-
নীট মুনাফা	৮,০০,০০০/-

এ বছরে তিনি ৩০,০০০ টাকা অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করেছেন এবং ১,২০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

৩০ জুন ২০২২ তারিখে করদাতার বয়স ছিল ৬৬ বছর ২ মাস।

২০২২-২০২৩ করবর্ষে করদাতার ৮,০০,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপে পরিগণনা কর হলো:

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য*
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০/-
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর 10% হারে	৩০,০০০/-
(ঘ) অবশিষ্ট ৫০,০০০ টাকার উপর 15% হারে	৭,৫০০/-
মোট আয়ের উপর আয়কর	৪২,৫০০/-

*করদাতার বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে বলে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা।

কর রেয়াত

বিনিয়োগ:

সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,২০,০০০/-

রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount):

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ	১,২০,০০০/-
(খ)	মোট আয় ৮,০০,০০০ টাকার ২০%	১,৬০,০০০/-
(গ)		১,০০,০০,০০০/-
অনুমোদনযোগ্য অংক (eligible amount) [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		১,২০,০০০/-

কর রেয়াতের পরিমাণ:
অনুমোদনযোগ্য অংকের ১৫% অর্থাৎ (১,২০,০০০ X ১৫%) = ১৮,০০০/-

<u>প্রদেয় কর</u>

মোট আয়ের উপর আয়কর	৪২,৫০০/-
কর রেয়াত	১৮,০০০/-
প্রদেয় কর	২৪,৫০০/-
বাদ: অগ্রিম আয়কর পরিশোধ	৩০,০০০/-
নীট প্রদেয় কর: ফেরতযোগ্য বা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য কর	(৫,৫০০/-)

৭। ধরা যাক, জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মোট ২০,০০,০০০০/- টাকার পণ্য আমদানি করে আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে উৎসে মোট ১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। করদাতার উক্ত ব্যবসা খাতে আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০/- টাকা। এছাড়া, উক্ত আয়বর্ষে করদাতার গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় ছিল ৪,০০,০০০/- টাকা। জনাব কামাল ২০২২-২০২৩ করবর্ষে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন। করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়: ৪,০০,০০০/- টাকা
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায়: ৫,০০০/- টাকা।

২. আমদানি ব্যবসায়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়:	৪,০০,০০০/-
নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত আমদানি ব্যবসা খাতের আয়:	৬,০০,০০০/-
দু'উৎসের আয়ের সমষ্টি=	১০,০০,০০০/-
১০,০০,০০০ /- টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	৮০,০০০/-
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	৫,০০০/-
আমদানি ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিত করদায়	৭৫,০০০/-

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য উৎসে কর্তিত কর ১,০০,০০০/-।
ফলে, ধারা ৮২সি(২) অনুযায়ী আমদানি ব্যবসায়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১,০০,০০০/- টাকা।

৩. এক্ষেত্রে, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে জনাব কামালের মোট আয় হবে

(৪,০০,০০০ + ৬,০০,০০০) = ১০,০০,০০০/- টাকা

এবং করদায় হবে (৫,০০০ + ১,০০,০০০) = ১,০৫,০০০/- টাকা।

৮। জনাব শিপন শাহ ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মোট ২০,০০,০০০/- টাকার পণ্য আমদানি করে আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে উৎসে মোট ১,০০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। করদাতার উক্ত ব্যবসা খাতে আয়ের পরিমাণ ৮,০০,০০০/- টাকা। এছাড়া, উক্ত আয়বর্ষে করদাতার গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় ছিল ৪,৫০,০০০/- টাকা এবং সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ছিল ৪,০০,০০০/- টাকা, যার উপর ৫% হারে উৎসে ২০,০০০/- আয়কর কর্তন করা হয়েছে। জনাব শিপন ২০২২-২০২৩ করবর্ষে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন। করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়: ৪,৫০,০০০/- টাকা

নিয়মিত উৎসের জন্য করদায়: ১০,০০০/- টাকা।

২. আমদানি ব্যবসায়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়: ৪,৫০,০০০/-

নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত

আমদানি ব্যবসা খাতের আয়: ৮,০০,০০০/-

দু'উৎসের আয়ের সমষ্টি ১২,৫০,০০০/-

১২,৫০,০০০/- টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর ১,২৫,০০০/-

বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর ১০,০০০/-

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিত করদায় ১,১৫,০০০/-

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য উৎসে কর্তিত কর ১,০০,০০০/-, যা নিয়মিত করদায় অপেক্ষা কম।

ফলে, ধারা ৮২সি(২) অনুযায়ী আমদানি ব্যবসায়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১,১৫,০০০/- টাকা।

৩. সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর কর: ২০,০০০/-

৪. ২০২২-২০২৩ করবর্ষে জনাব শিপনের মোট আয় হবে

(৪,৫০,০০০ + ৮,০০,০০০+ ৪,০০,০০০) = ১৬,৫০,০০০/- টাকা

এবং করদায় হবে

(১০,০০০ + ১,১৫,০০০+ ২০,০০০) = ১,৪৫,০০০/- টাকা।

ষষ্ঠ ভাগ

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী এবং জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী

১। যদি কোন বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করেন তাহলে আয়বর্ষের শেষ তারিখে তার নিজের, spouse এর (spouse করদাতা না হয়ে থাকলে) এবং নির্ভরশীল সন্তানদের সকল প্রকার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী ঐ ব্যক্তির আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। শর্তসমূহ হলো-

(ক) আয়বর্ষের শেষ তারিখে মোট পরিসম্পদ (gross wealth) এর পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হলে; অথবা

(খ) আয়বর্ষের শেষ তারিখে মোটর গাড়ি (জীপ বা মাইক্রোবাসসহ) এর মালিকানা থাকলে; অথবা

(গ) আয়বর্ষে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোন গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হলে অথবা গৃহ-সম্পত্তি বা এপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করলে।

২। তবে বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ না করা সত্বেও কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা চাইলে স্ব-প্রণোদিতভাবে (voluntarily) পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে পারবেন।

৩। অনিবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি নয় এমন ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা কেবলমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করবেন।

৪। ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা বাংলাদেশে দুই ভাবে নিবাসী হতে পারেন, যেমন-

ক. তিনি যদি বাংলাদেশে কোনোবছরে ১৮২ দিন বা ততোধিক দিন অবস্থান করেন; অথবা

খ. তিনি যদি বাংলাদেশে কোনোবছরে মোট ৯০ দিন বা ততোধিক দিন এবং ঐ বছরের পূর্ববর্তী ৪ বছরে মোট ৩৬৫ দিন অবস্থান করেন।

এর ব্যতিক্রম হলে, ব্যক্তিশ্রণির করদাতারা অনিবাসী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৫। কোনো আয়বছরে কোনো ব্যক্তি করদাতার ৪ লক্ষ টাকার অধিক আয় থাকলে তাকে আবশ্যিকভাবে জীবন যাপনের ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

৬। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার ডিরেক্টদেরকে আয় নির্বিশেষে আবশ্যিকভাবে জীবন যাপনের ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

৬। উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ না করার কারণে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করেননি এমন যেকোন ব্যক্তিকে উপ-কর কমিশনার ধারা ৮০ এর উপধারা (৭) অনুযায়ী নোটিশ প্রেরণ করে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করার জন্য বলতে পারেন।

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ সংশোধনের মাধ্যমে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় প্রদর্শনের জন্য ২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন ফরম IT-10B2016 প্রবর্তন করা হয়েছে। যে সকল করদাতা নতুন রিটার্ন ফরম (IT-11GA2016) ব্যবহার করবেন তাদেরকে IT-10B2016 ফরম ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার ব্যবসার পুঁজি বা মূলধন অথবা কৃষি বা অকৃষি সম্পত্তি থাকলে IT-10B2016 ফরমের সাথে schedule 25 সংযুক্ত করতে হবে।

যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা পুরোনো ফরমে রিটার্ন দাখিল করবেন তারা ঐ রিটার্নের সাথে সংশ্লিষ্ট আগের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করবেন।

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী পূরণে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়:

১। পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীতে আয়বর্ষের শেষ তারিখের পরিসম্পদ (assets) ও দায় (liabilities) এর সমাপনী জের (closing balance) এর তথ্য প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে কোন করদাতার যদি মোট ৭,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র থাকে এবং তিনি যদি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরো ৩,০০,০০০/- টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন এবং আয়বর্ষের শেষ তারিখ পর্যন্ত কোন সঞ্চয়পত্র না ভাঙান তাহলে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য করদাতার দাখিলকৃত পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীতে সঞ্চয়পত্রের পরিমাণ প্রদর্শন করতে হবে (৭,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ১০,০০,০০০ টাকা।

২। ক্রয়কৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচসহ ক্রয়মূল্য প্রদর্শন করতে হবে। ধরা যাক একজন করদাতা ১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ১৫,০০,০০০ টাকায় একটি অকৃষি প্লট ক্রয় করেছেন, যার রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ ছিল ৩,০০,০০০ টাকা। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে প্লটটির বাজারমূল্য ছিল ২২,০০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য করদাতার দাখিলকৃত পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীতে দলিল মূল্যের ভিত্তিতে অকৃষি প্লটের মূল্য (১৫,০০,০০০ + ৩,০০,০০০) = ১৮,০০,০০০ টাকা প্রদর্শিত হবে।

৩। করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা নির্ভরশীল কোন সন্তানের আলাদা কর নথি না থাকলে তাদের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় করদাতার পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয়ের সাথে একীভূত করে দেখাতে হবে।

৪। পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীর কোন ক্রমিকে স্থান সংকুলান না হলে আলাদা কাগজে সে ক্রমিকের জন্য অতিরিক্ত তথ্য লিখে পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীর সাথে সংযুক্ত করা যাবে। আলাদা কাগজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাগজের উপরে কর বছর, করদাতার টিআইএন এবং পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীর ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে এবং তাতে করদাতার স্বাক্ষর থাকতে হবে। সংযুক্ত আলাদা কাগজটি পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন করদাতা যদি কোন আয়বর্ষে ৩ জন ব্যক্তিকে

ঋণ প্রদান করে থাকেন তাহলে ফরম IT-10B2016 এর সাথে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করে তাতে নিম্নরূপভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে:

কর বছর: ২০২২-২০২৩
টিআইএন: - - - - - - - - - - - -
ক্রমিক ৮ডি: ঋণ প্রদান:

ক্রম	ঋণ গ্রহণকারীর নাম	টিআইএন ও সার্কেল	পরিমাণ
১			
২			
৩			
মোট			

(করদাতার স্বাক্ষর)

২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন প্রবর্তিত পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (IT-10B2016) এর বিভিন্ন অংশের বিবরণ:

ক্রমিক নং-১: করবর্ষের তথ্য দিতে হবে। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে এ ঘরের বক্সগুলোতে বাংলা বা ইংরেজীতে নিম্নরূপভাবে লিখতে হবে:

২	০	২	২	-	২	৩

ক্রমিক নং-২: আয়বর্ষের শেষ দিনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তারিখটি দিন-মাস-বছর আকারে লিখতে হবে। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে এ ঘরের বক্সগুলোতে বাংলা বা ইংরেজীতেনিম্নরূপভাবে লিখতে হবে:

৩	০	০	৬	২	০	2	২

ক্রমিক নং-৩: করদাতার নাম লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৪: করদাতার টিআইএন লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৫: করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতের আয় থাকলে উক্ত ব্যবসা বা পেশার সমাপনী মূলধনের পরিমাণ উপ-ক্রমিক ৫এ তে উল্লেখ করতে হবে।

করদাতা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হলে উপ-ক্রমিক ৫বি তে শেয়ার মালিকানার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরূপ করদাতার জন্য তফসিল ২৫ সংযুক্ত করতে হবে।

উপ-ক্রমিক ৫এ ও ৫বি এর সমষ্টি ক্রমিক ৫ এ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৬: করদাতার অকৃষি সম্পত্তি (আবাসিক বা বাণিজ্যিক প্লট, বাড়ি, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি অকৃষি সম্পত্তির কয়েকটি উদাহরণ) থাকলে তফসিল ২৫ সংযুক্ত করে অকৃষি সম্পত্তির বিবরণ, মূল্য ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সেখানে দিতে হবে। এ ক্রমিকের উপ-ক্রমিক ৬এ তে করদাতার অকৃষি সম্পত্তির মূল্য এবং ৬বি তে অকৃষি সম্পত্তির বিপরীতে কোন অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করা হলে তার জের (balance) লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৭: করদাতার কৃষি সম্পত্তি থাকলে তার তথ্য এখানে লিখতে হবে এবং তফসিল ২৫ সংযুক্ত করে অকৃষি সম্পত্তির বিবরণ, মূল্য ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সেখানে দিতে হবে।

ক্রমিক নং-৮: করদাতার আর্থিক সম্পত্তি (financial assets) যেমন শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সঞ্চয়পত্র, বন্ড ও অন্যান্য নিরাপত্তা জামানত, এফডিআর, মেয়াদি আমানত, সঞ্চয়ী পেনশন স্কীম, ঋণ প্রদানসহ অন্য কোন financial assets থাকলে তার তথ্য এ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

ক্রমিক নং-৯: করদাতার ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি, জীপ বা মাইক্রোবাস থাকলে তার মূল্য (রেজিস্ট্রেশন ও আনুষঙ্গিক খরচসহ) ক্রমিক ৯ এ লিখতে হবে। একাধিক যানবাহন থাকলে (রেজিস্ট্রেশন ও আনুষঙ্গিক খরচসহ মূল্যের সমষ্টি লিখতে হবে। প্রতিটি যানবাহনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নাম, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি (সিসি) ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে। দুইয়ের অধিক যানবাহন থাকলে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করে বর্ণিত তথ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করতে

হবে।

ক্রমিক নং-১০: করদাতার সোনা, হীরা, জেম বা মূল্যবান পাথরসহ কোন অলংকারাদি থাকলে তার তথ্য এ ক্রমিকে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১১: এ ক্রমিকে করদাতার আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি ইত্যাদির তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রমিক নং-১২: এছাড়া ১-১১ ক্রমিকে উল্লিখিত সম্পত্তির বাইরে করদাতার আরো কোন মূল্যবান সম্পত্তি থাকলে তার তথ্য এ ক্রমিকে প্রদান করতে হবে।

ক্রমিক নং-১৩: করদাতার ব্যবসা-বহির্ভুত নগদ অর্থ, ব্যাংক, কার্ড বা ইলেকট্রনিক অর্থের ব্যালেন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যালেন্স এবং ক্রমিক 8-এ উল্লিখিত অংক বাদে অন্যান্য জমা, ব্যালেন্স বা অগ্রিম প্রদানের পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৪: ক্রমিক ১-১৩ উল্লিখিত সম্পত্তির পরিমাণের সমষ্টি এ ক্রমিকে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৫: করদাতার ব্যবসা-বহির্ভূত দায় যেমন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ, জামানতবিহীন ঋণ, ওভারড্রাফট ও অন্যান্য ঋণ (যেমন, বাকীতে ক্রয় সংক্রান্ত দায়) এ ক্রমিকে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৬: ক্রমিক ১৪ ও ক্রমিক ১৫ এর বিয়োগফল হবে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের নীট পরিসম্পদ, যা ক্রমিক ১৬ তে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৭: পূর্ববর্তী আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট পরিসম্পদ ক্রমিক ১৭ তে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৮: ক্রমিক ১৬ ও ক্রমিক ১৭ এর বিয়োগফল হবে নীট পরিসম্পদের পরিবর্তন (পরিবৃদ্ধি বা হ্রাস), যা ক্রমিক ১৮ তে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৯: সম্পদ অর্জন ব্যতীত অন্য কোন কারণে তহবিলের বহিঃপ্রবাহ (outflow) ঘটলে তা এ ক্রমিকে লিখতে হবে। এ ক্রমিকে যে বিষয়গুলো থাকবে তা হলো: বার্ষিক জীবনযাত্রা সংশ্লিস্ট ব্যয়,

কর পরিশোধ, ব্যবসা বহির্ভূত কোন আর্থিক লোকসান, কর্তন বা IT-10BB2016 তে উল্লিখিত নয় এমন কোন ব্যয়, কোন দান বা কোন চাঁদা প্রদান (যা পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী আর কোথাও প্রতিফলিত হয়নি)।

ক্রমিক নং-২০: ক্রমিক ১৮ ও ক্রমিক ১৯ এর যোগফল হবে আয়বর্ষে করদাতার তহবিলের মোট বহিঃপ্রবাহ (outflow), যা এ ক্রমিকে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-২১: এ ক্রমিকে তহবিলের উৎস লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-২২: ক্রমিক ২১ ও ক্রমিক ২০ এর বিয়োগফল এ ক্রমিকে লিখতে হবে।

জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী

প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাকে তার আয়কর রিটার্নের সাথে বিধি নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

তবে বেতন অথবা ব্যবসা বা পেশা খাতের আয় রয়েছে এরূপ ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের মোট আয় ৩ লক্ষ টাকার বেশি না হয়ে থাকলে উক্ত ব্যয়ের বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক হবে না। তবে কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হলে তার আয়ের উৎস বা মোট আয়ের পরিমাণ যা-ই হোক, আয়কর রিটার্নের সাথে জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করা তার জন্য বাধ্যতামূলক।

যে সকল করদাতা ২০১৬-১৭ করবর্ষে প্রবর্তিত নতুন রিটার্ন ফরম (IT-11GA2016) ব্যবহার করবেন তাদেরকে IT-10BB2016 ফরম ব্যবহার করতে হবে। যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা পুরনো ফরমে রিটার্ন দাখিল করবেন তারা ঐ রিটার্নের সাথে আগের বিবরণী দাখিল করবেন।

জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী ফরমে করদাতার আয়বর্ষসংশ্লিষ্ট ব্যয় বা কর পরিশোধের তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে। এ বিবরণীতে উল্লিখিত খরচসমূহের যোগফল পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে।

২০১৬-১৭ করবর্ষে নতুন প্রবর্তিত জীবনযাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (IT-10BB2016) এর বিভিন্ন অংশের বিবরণ:

ক্রমিক নং	বিবরণ
ক্রমিক নং-১:	করবর্ষের তথ্য দিতে হবে। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য জীবনযাত্রা সংশ্লিস্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে এ ঘরে বাংলা বা ইংরেজীতে নিম্নরূপভাবে লিখতে হবে:

২	০	২	১	-	২	২

ক্রমিক নং-২:	আয়বর্ষের শেষ দিনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তারিখটি দিন-মাস-বছর আকারে লিখতে হবে। ২০২২-২০২৩ করবর্ষের জন্য জীবনযাত্রা সংশ্লিস্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে এ ঘরে বাংলা বা ইংরেজীতে নিম্নরূপভাবে লিখতে হবে:

৩	০	০	৬	২	০	২	২

ক্রমিক নং-৩:	করদাতার নাম লিখতে হবে।
ক্রমিক নং-৪:	করদাতার টিআইএন লিখতে হবে।
ক্রমিক নং-৫:	এ ক্রমিকে করদাতা ও তার পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণ পোষণ ব্যয়ের তথ্য দিতে হবে।
ক্রমিক নং-৬:	এ ক্রমিকে আবাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের তথ্য লিখতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে বসবাস না করা হলে মন্তব্যের ঘরে নিজের বাড়ী, পিতা/মাতার বাড়ী, নিয়োগ কর্তা প্রদত্ত বাড়ী অথবা অন্য কারো হলে সে তথ্য লিখতে হবে। নিজ বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (যেমন পৌরকর, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি) যদি থাকে তবে তা এখানে লিখতে হবে।
ক্রমিক নং-৭:	এ ক্রমিকে যানবাহন বিষয়ে যাবতীয় ব্যয় যেমন-জ্বালানী, রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের তথ্য দিতে হবে ।
ক্রমিক নং-৮:	বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, পয়ঃনিষ্কাশন ও দৈনন্দিন বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত খরচ, আবাসিক টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট ও টেলিভিশন চ্যানেল সাবস্ক্রিপশন বিল, গৃহস্থালির সহায়ক কর্মী ও গৃহস্থালী ও সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়ের তথ্য এ

ক্রমিকে দিতে হবে।

ক্রমিক নং-৯: এ ক্রমিকে সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয়ের তথ্য দিতে হবে।

ক্রমিক নং-১০: উৎসব, অনুষ্ঠান, উপহার, দেশে ও বিদেশ ভ্রমণ, অবকাশ, অনুদান, মানবিক সহায়তাসহ অন্যান্য বিশেষ ব্যয়ের তথ্য এ ক্রমিকে দিতে হবে।

ক্রমিক নং-১১: উপরের ক্রমিক ৫ হতে ১০ এ বর্ণিত ব্যয়ের বাইরে অন্য কোন ব্যয় হয়ে থাকলে সে খরচ, চিকিৎসা খরচ থাকলে সে অংক এ ঘরে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১২: জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট মোট খরচ অর্থাৎ ক্রমিক ০৫ হতে ক্রমিক ১১ তে প্রদর্শিত ব্যয়ের সমষ্টি এ ঘরে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১৩: এ ঘরে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত করএবং করদাতার নিজের পরিশোধ করা আয়কর, সারচার্জ অথবা অন্য কোন পরিশোধিত অংক লিখতে হবে। বিবেচ্য আয়বর্ষে অন্য কোন করবর্ষের কর, সারচার্জ অথবা কর-সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অংক পরিশোধ করা হলে তাও এ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমিক নং-১৪: ক্রমিক নং ১২ ও ১৩ এর প্রদর্শিত অংকের সমষ্টি এ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

National Board of Revenue

IT- GHA2020

Form of Return of Income Under Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. XXXVI of 1984)

Office Register No.

Applicable for Individual Taxpayers having taxable income and gross wealthnot exceeding tk. 4,00,000/- and tk. 40,00,000/- respectively

Universal Self

Photograph of the Assessee

1. **Name:**
2. **TIN:**
3. **Circle:**
4. **Zone:**
5. **Resident:**
6. **Non-resident**
7. **Assessment Year:**

8. Present Address and Mobile No.	9. Permanent Address and NID No.

10. Taxable Income: Tk.

11. Gross Wealth: Tk.

12. Amount of Tax: Tk............

13. Source of Income:..................

14. Bank&Challan No.& Date

15. Verification: I.......................................Father/Spouse...TIN.......................................do solemnly declare that I am eligible for this Return form and the information given here is correct and complete. I don't have any motor car and an investment in house property or in apartment in any city corporation area.

Date:

(Signature)

- **Please show tax computation, name list of documents attached herewith and give brief description of your wealth and liabilities overleaf.**

Universal Self

Acknowledge Receipt

Register No.

Name:

Assessment Year:

TIN:

Circle:

Zone:

Taxable Income: Tk.

Gross Wealth: Tk.

Amount of Tax:

Bank/Mobile Bank:

Challan No.

Date:

Signature of the receiving officer with Seal

পরিশিষ্ট ২

দানকর আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৭ এর অধীন দান সম্পর্কিত রিটার্ণ

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

যে আর্থিক বৎসরে দান করা হইয়াছে........................

প্রাতিসংগিক কর বৎসর...............................

করদাতার নাম...

ঠিকানা ....

মর্যাদা (Status) (একক ব্যক্তি, কোম্পানী, ফার্ম ইত্যাদি).........

১। সকল দানের সর্ব মোট মূল্য: ....

২। ধারা ৪ এর অধীন দাবীকৃত

অব্যাহতিযোগ্য দানের মূল্য: ....

৩। করযোগ্য দানের মূল্য: ....

(ক্রমিক ১ এবং ২ এর পার্থক্য)

৪। দানের (স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি) বিবরণ: ....

৫। দাবীকৃত অব্যাহতির যোগ্য দানের বিবরণ: ....

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ও নির্ভুল।

স্থান.....................   স্বাক্ষর............................

তারিখ...................   মর্যাদা.............................

এই রিটার্ণ একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি, ফার্মের ক্ষেত্রে ফার্মের অংশীদার এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার প্রিন্সিপাল অফিসার স্বাক্ষর করিবেন।

পরিশিষ্ট-৩

সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক এ্যাকাউন্ট কোড

আয়কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতাদের সুবিধার্থে সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক এ্যাকাউন্ট কোড নম্বর নিম্নে দেয়া হলোঃ

কর অঞ্চল	আয়কর - কোম্পানি সমূহ	আয়কর - কোম্পানি ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১,চট্রগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২ চট্রগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩ চট্রগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্রগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬